উপস্থিতঃ
বিচারপতি সহিদুল করিম
এবং
বিচারপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
ফৌজদারী আপীল নং ৬৭৫৫/২০১৯

মোছাঃ আবিরুন নেছা
-বনাম-

রাষ্ট্র গং
জনাব এম. এ. মুনতাকিম, আইনজীবী সঙ্গে
জনাব চৌধুরী শামসুল আরেফিন, আইনজীবী
----- আপীলকারীর পক্ষে
সঙ্গে
জনাব বশির আহমেদ, ডেপুটি অ্যাটর্নী জেনারেল সঙ্গে
জনাব নির্মল কুমার দাস, সহকারী অ্যাটর্নী জেনারেল ও
জনাব সাইয়্যেদা শবনম মোস্তারী, সহকারী অ্যাটর্নী জেনারেল
জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম (হীরা), সহকারী অ্যাটর্নী জেনারেল
..... রাষ্ট্র পক্ষে।
জনাব রাফি আহমেদ, আইনজীবি
-----রেসপনডেন্ট নং ২, ৩, ৬, ৯ এর পক্ষে।

শুনানীর তারিখ: ১২/০৩/২০২৩, ১৩/০৩/২০২৩, ১৪/০৩/২০২৩, ১৫/০৩/২০২৩, ২৭/০৩/২০২৩, ২৮/০৩/২০২৩, ৩০/০৩/২০২৩, ও ০৩/০৪/২০২৩ এবং রায়ের তারিখঃ ০৩-০৫-২০২৩ খ্রিঃ।

বিচারপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান,

আলোচ্য ফৌজদারী আপীলটি বিজ্ঞ বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ), বিভাগীয় দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনা কর্তৃক দ্রুত বিচার মামলা নং ০১/২০১৯ এ গত ২৬/০৫/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে প্রদত্ত সকল আসামীকে বেকসুর খালাস সংক্রান্ত রায় ও আদেশ হতে উদ্ভূত।

খালাসপ্রাপ্ত আসামী ১। মোঃ সোলায়মান মন্ডল ওরফে সোলেমান ওরফে ফসিয়ার রহমান, ২। আবুল বাশার ওরফে বাশারত মন্ডল, ৩। মোঃ বাবু, ৪। আজাহারুল ইসলাম ওরফে শামিম ওরফে ইউসুফ ওরফে বুড়ো, ৫। মোঃ হযরত আলী, ৬। শফিকুল ইসলাম, ৭। মোঃ টুটুল মন্ডল, ৮। বিল্লাল হোসেন, ৯। মোঃ ইকরামুল হোসেন ও ১০। খলিল মন্ডল কে দন্ডবিধির ৩০২/১০৯ ধারার অপরাধ সংঘঠনের অভিযোগে বিচারের জন্য সোপর্দ করা হলে

বিজ্ঞ বিভাগীয় দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ০১/২০১৯ (দায়রা মামলা নং -২০৪৫/২০১৮-যশোর এবং চৌগাছা থানার মামলা নং ১১ তারিখ ১৭/০৮/২০১৬, জি. আর মামলা নং ১৫৯/২০১৬) এর গত ২৬/০৫/২০১৯ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশের মাধ্যমে উপরে বর্ণিত আসামীদের বেকসুর খালাস প্রদান করেন।

উক্ত রায় ও আদেশে ক্ষুদ্ধ হয়ে উক্ত মামলার এজাহারকারিনী মোছাঃ আবিরুন নেছা অত্র আপীলটি দায়ের করেন।

এজাহারকারীনি মোছাঃ আবিরুন নেছা গত ১৭/০৮/২০১৬ তারিখ চৌগাছা থানায় আসামী ১। মোঃ টুটুল মন্ডল, ২। বিল্লাল হোসেন, ৩। মোঃ হযরত আলী, ৪। মোঃ সোলায়মান মন্ডল, ৫। আবুল বাশার, ৬। মোঃ বাবু, ৭। মোঃ ইকরামুল হোসেন সহ অজ্ঞাতনামা আসামীদের বিরুদ্ধে এই মর্মে লিখিত এজাহার দায়ের করেন যে, আসামীরা তার সম্পর্কে সৎ (step) ভাতিজা এবং তাদের ছেলে। এজাহারকারিনীর নায্য পাওনা জমি না দেয়ায় জমিজমা সংক্রান্তে আসামীদের সাথে তার পূর্ব শত্রুতা ও বিরোধ চলে আসছিল। আসামীরা বিভিন্ন সময় তাকে ও তার পরিবাবের সদ্যস্যদের যেকোন ধরনের ক্ষতি করার হুমকি দিয়ে আসছিল। গত ১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ সকাল অনুমান ০৯.৩০ ঘটিকায় এজাহারকারিনীর পুত্র মোঃ মারুফ হোসেন (১৩) মোবাইল ফোনে গান রেকর্ডিংয়ের জন্য যশোর জেলার চৌগাছা থানাধীন সরফরাজপুর বাজারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মারুফকে না পেয়ে তার মাতা মোছাঃ আবিরুন নেছা গত ১১/০৮/২০১৬ ইং তারিখ বিষয়টি চৌগাছা থানায় সাধারন ডাইরিভুক্ত করেন। এর পর গত ১৬/০৮/২০১৬ তারিখ বিকাল অনুমান ০৬.১৫ ঘটিকার সময় তিনি লোকমুখে সংবাদ পান যে, চৌগাছা থানাধীন কান্দি মৌজাস্থ জনৈক হাসেম আলী এর খেজুর ও মেহগনি বাগানের মধ্যে একটি মাথা বিহীন ও হাত-পা কাটা লাশ পড়ে আছে। উক্ত সংবাদের ভিত্তিতে মোছাঃ আবিরুন নেছা তার বড় ছেলে ও অন্যান্য আত্নীয়দের নিয়ে উক্ত

স্থানে গিয়ে মৃতদেহটি দেখে তার ছেলে মারুফ (ভিকটিম) এর মৃতদেহ বলে সনাক্ত করেন। তার ছেলে মারুফের গলা থেকে মাথার অংশ বিচ্ছিন্ন, ডানহাত কাঁধ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং ডান পা হাটুর নিচ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পচে গলে মৃতদেহ থেকে একটু দূরে বাগানের মধ্যে পড়ে আছে দেখা যায়। সংবাদ পেয়ে চৌগাছা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে উক্ত লাশের সুরাতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত পূর্বক লাশটি ময়না তদন্তের জন্য যশোর ২৫০ শয্যবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মর্গে প্রেরন করেন। এজাহারনামীয় আসামীরা তাদের সহযোগী অজ্ঞাতনামা আসামীদের সহযোগিতায় পরস্পর যোগসাজসে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে তার ছেলে মারুফকে নৃশংস ভাবে গলা, হাত ও পা কেটে হত্য করে লাশ গুম করার উদ্দেশ্যে কান্দি মৌজাস্থ হাসেম আলীর মেহগনি বাগানের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে মর্মে এজাহারে উল্লেখ করেন।

উক্ত এজাহারের ভিত্তিতে চৌগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়মিত মামলা রুজু করে এস আই ওয়াহদুজ্জামানকে (পি. ডব্লিউ-১১) মামলার তদন্তভার অর্পন করেন। তিনি তদন্তভার প্রাপ্ত হয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ঘটনাস্থলের সূচি ও মানচিত্র প্রস্তুত করেন। তদন্তভার প্রাপ্তির পূর্বেই গত ১৬/০৮/২০১৬ ইং তারিখ ১৮.১৫ ঘটিকায় ঘটনাস্থল কান্দি মৌজাস্থ জনৈক হাসেম আলীর (পি. ডব্লিউ-৮) খেজুর ও মেহগিনি বাগানে একটি লাশ প্রাপ্তির সংবাদ পেয়ে তিনি (পি. ডব্লিউ-১১) সংগীয় ফৌর্স সহ ঘটনাস্থলে গিয়ে উক্ত লাশের সুরতহাল প্রস্তুত করে লাশটির ময়না তদন্তের জন্য চালান যোগে যশোর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে প্রেরণ করেন। দুই জন সাক্ষীর সাক্ষ্য ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারার বিধানমতে লিপিবদ্ধ করেন। ভিকটিমের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনের CDR এর জন্য আবেদন করে উহা প্রাপ্ত হন। অতঃপর মামলাটি তদন্তের জন্য CID বরাবর প্রেরণ করা হলে এস. আই তৌহিদুল ইসলাম (পি. ডব্লিউ-১৫) তদন্তভার প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় ঘটনাস্থল পরিবদর্শন করেন। পূর্বের তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রস্তুতকৃত সূচি ও মানচিত্র সঠিক থাকায়

তিনি নতুন করে উহা প্রস্তুত করেন নাই। মামলার সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদে তাদের সাক্ষ্য ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা মতে উহা লিপিবদ্ধ করেন। ঘটনার সময় ভিকটিম মারুফ কর্তৃক ব্যবহৃত মোবাইল সেটের IMEI নম্বর দিয়ে CDR সংগ্রহ করে উক্ত CDR এর তথ্য অনুসারে উক্ত মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী আসামী আজহারুলকে গ্রেফতার করে উপস্থিত সাক্ষীদের উপস্থিতিতে তার দখল থেকে ঘটনার সময় ভিকটিমের কাছে থাকা মোবাইল ফোনটি উদ্ধার ও জব্দ করেন। আসামী আজহারুলকে জিজ্ঞাসাবাদে সে নিজেকে সহ অন্যান্য আসামীদের আলোচ্য ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে স্বেচ্ছায় অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করতে ইচ্ছুক হওয়ায় উহা সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে লিপিবদ্ধকরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করেন।

অতঃপর তদন্ত শেষে আসামী ১। মোঃ সোলায়মান মন্ডল ওরফে সোলেমান ওরফে ফসিয়ার রহমান, ২। আবুল বাশার ওরফে বাশারত মন্ডল, ৩। মোঃ বাবু, ৪। আজাহারুল ইসলাম ওরফে শামিম ওরফে ইউসুফ ওরফে বুড়ো, ৫। মোঃ হযরত আলী, ৬। শফিকুল ইসলাম, ৭। মোঃ টুটুল মন্ডল, ৮। বিল্লাল হোসেন, ৯। মোঃ ইকরামুল হোসেন ও ১০। খলিল মন্ডল দের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩০২/২০১/৩৪ ধারায় যশোর জেলার চৌগাছা থানার অভিযোগ পত্র নং ১৬৭ তারিখ ০৮/০৭/২০১৭ ইং দাখিল করেন।

উল্লেখ্য, এই মামলার তদন্তকালে অভিযোগপত্রে বর্ণিত আসামী আজাহারুল ইসলাম ওরফে শামিম ওরফে ইউসুফ ওরফে বুড়ো পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয়ে বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মূখে অপরাধমুলক স্বীকারোক্তি প্রদান করলে উহা সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে লিপিবদ্ধ করেন।

অতপর সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক উক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩০২/২০১/৩৪ ধারার অভিযোগ আমলে গ্রহন করে মামলার নথিটি বিচারের জন্য

যশোর বিজ্ঞ দায়রা জজ আদালতে প্রেরণ করা হলে উক্ত মামলাটি দায়রা মামলা নং ২০৪৫/২০১৮ হিসাবে নিবন্ধিত হয়। বিজ্ঞ দায়রা জজ, যশোর কর্তৃক ০৭/১০/২০১৮ ইং তারিখ আসামী ১। মোঃ সোলায়মান মন্ডল ওরফে সোলেমান ওরফে ফসিয়ার রহমান, ২। আবুল বাশার ওরফে বাশারত মন্ডল, ৩। মোঃ বাবু, ৪। আজাহারুল ইসলাম ওরফে শামিম ওরফে ইউসুফ ওরফে বুড়ো, ৫। মোঃ হযরত আলী, ৬। শফিকুল ইসলাম, ৭। মোঃ টুটুল মন্ডল, ৮। বিল্লাল হোসেন, ৯। মোঃ ইকরামুল হোসেন ও ১০। খলিল মন্ডল দের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩০২/১০৯ ধারায় অভিযোগ গঠন করে উপস্থিত আসামীদের উহা পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শুনানো হলে তারা নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করেন। আসামী মোঃ বাবু ও টুটুল মন্ডল পলাতক থাকায় তাদেরকে গঠিত অভিযোগ পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শুনানো সম্ভব হয়নি। অতঃপর মামলাটি নিষ্পত্তির জন্য অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত, যশোর বরাবর প্রেরন করা হয়।

পরবতীতে উক্ত মামলাটি স্থানান্তর সংক্রান্ত গেজেট প্রজ্ঞাপন (এস, আর, ও নং ৩৬১/আইন/ ২০১৮) অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৪৪,০০,০০০০,০৫০৫,১৭-৯১০, তারিখ ২৩/১২/২০১৮ ইং মূলে বিচারের নিমিত্তে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, প্রথম আদালত, যশোর থেকে বিভাগীয় দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনায় বদলী করা হলে সেমতে গত ২৩/০১/২০১৯ তারিখ নথি প্রাপ্ত হওয়ার পরে দ্রুত বিচার মামলা নং ০১/২০১৯ হিসাবে নিবন্ধিত হয়। উক্ত ট্রাইব্যুনালে অভিযোগপত্রে বর্ণিত প্রসিকিউশন পক্ষে ১৯ জন স্বাক্ষীর মধ্যে এজাহারকারি সহ ১৫ জন সাক্ষীকে উপস্থাপন করা হয় এবং তাদের প্রদত্ত জবানবন্দির প্রেক্ষিতে আসামী পক্ষে এই সাক্ষীদেরকে জেরা করা হয়।

অতপর প্রসিকিউশন পক্ষে সাক্ষ্য গ্রহন সমাপ্ত হলে উপস্থিত আসামীদেরকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার বিধানমতে পরীক্ষা করা হয় এবং অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদানকারী আসামী আজাহারুল ইসলাম ওরফে শামিম ওরফে

ইউসুফ ওরফে বুড়োকে উক্ত স্বীকারোক্তির বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষন করা হলে উপস্থিত আসামীরা পুনরায় নিজেদেরকে নিদোর্ষ দাবী করে এবং তারা আদালতে কোন বক্তব্য দিবে না মর্মে জানায়। তবে তারা লিখিতভাবে কিছু কাগজ দাখিল করে এবং সাফাই সাক্ষ্য দিবে মর্মে জানায় কিন্তু পরবর্তীতে আর কোন সাফাই সাক্ষ্য প্রদান করেনি।

অপরদিকে প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদেরকে আসামী পক্ষের জেরার ধরন ও প্রদত্ত সাজেশান থেকে আসামীদের যে দাবীর আভাস পাওয়া যায় তা হলো আসামীরা সকলে নির্দোষ। তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা ও শত্রুতামুলক। এজাহারকারিনীর পুত্র মারুফ হোসেন জামাত শিবিরের একজন সদস্য এবং সে মারা যায়নি, কোথাও আত্নগোপনে আছে।

অতপর বিজ্ঞ বিভাগীয় দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনা উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীদের যুক্তিতর্ক শুনানী শেষে আসামীদের বেকসুর খালাস গন্যে তর্কিত রায় ও আদেশটি প্রদান করেন।

উপরোক্ত রায় ও আদেশে ক্ষুদ্ধ হয়ে এজাহারকারিনী আপীল স্মারকে বর্ণিত রেসপন্টেডদের বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন, ২০০২ এর ১৪ ধারার বিধানমতে অত্র ফৌজদারী আপীলটি আনয়ন করেন।

আপীলকারীপক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবি চৌধুরী শামসুল আরেফিন পেপার বুক পাঠ করে যথারীতি আপীলটি উপস্থাপন করে দাবী করেন যে, বিজ্ঞ দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনা প্রসিকিউশনপক্ষের সাক্ষ্যসহ প্রসিকিউশন মেটিরিয়াল এবং আসামী শামিমের প্রদত্ত ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে অপরাধমুলক স্বীকারোক্তির বক্তব্য আদৌ উপলব্ধি না করে সম্পূর্ন বেআইনীভাবে মামলার আসামীদের খালাস প্রদান করেছেন।

অত্র ফৌজদারী আপীলটির যুক্তিতর্ক শুনানীকালে আপীলকারীপক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবি জনাব এম. এ. মোনতাকিম শুরুতেই দাবী করেন যে, আলোচ্য মামলার

হত্যাকান্ডটি সংঘটনে প্রসিকিউশন পক্ষের কোন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী নাই, তবে ভিকটিম নিখোঁজের পর তাকে রেসপন্ডেটদের সাথে সর্বশেষ দেখা (last seen) গেছে মর্মে এই মামলার স্বাক্ষী মোঃ লিপু হোসেন (পি. ডব্লিউ-২) সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ভাবে সাক্ষ্য প্রদান করে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া এই মামলার রেসপন্ডেট আজাহারুল ইসলাম ওরফে শামীম ওরফে ইউসুফ ওরফে বুড়ো আলোচ্য হত্যাকান্ডের সাথে নিজেকে সহ এই মামলার অন্যান্য রেসপন্ডেটদের সম্পৃক্ত করে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধামমতে অপরাধমূলক স্বীকারোক্তি প্রদান করেছেন। উক্ত স্বীকারোক্তি সঠিক এবং স্বেচ্ছা প্রনোদিত (true and voluantary)। উক্ত স্বীকারোক্তি এবং পি. ডব্লিউ - ২ এর সাক্ষ্য একত্রে এবং পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, রেসপন্ডেটগন ডিসিস্ট মারুফকে অপহরণ সহ হত্যাকান্ডটি সংঘঠনের বিষয়ে রেসপন্ডেট শামীম ও পি. ডব্লিউ-২ লিপু হোসেন একে অপরের বক্তব্য সমর্থন করে যে বক্তব্য প্রদান করেছেন উহা গ্রহনযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য। বিজ্ঞ আইনজীবি আরো বলেন যে, রেসপন্ডেটগণ কর্তৃক এই মামলার ডিজিস্ট ১৩ বছরের একটি নিষ্পাপ শিশুকে বর্বরোচিত ভাবে হত্যা করার পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল আপীলকারী আবিরুননেসার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করা। প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষ্যে দেখা যায় যে, আপীলকারী আবিরুননেসা ও রেসপন্ডেট হযরত আলী পরস্পর ফুফু ও ভাইয়ের ছেলে এবং এদের মধ্যে পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে পূর্ব বিরোধ ছিল। আসামী হযরত আলী ইতোপূর্বে তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে আবিরুন নেসা সাজিয়ে প্রতারনার মাধ্যমে ০৫ বিঘা জমির দলিল করে নেয়। বিষয়টি আবিরুন নেসা জ্ঞাত হয়ে আদালতে মামলা করলে আসামী হযরত আলী উক্ত সম্পত্তি ফেরত দেয় এবং সেই থেকে রেসপন্ডেট হযরত আলীর সাথে আবিরুন নেছার পূর্ব বিরোধ চলে আসছে যা পি. ডব্লিউ-৫ আবু বককর সিদ্দিক তার সাক্ষ্যে উল্লেখ্য করেছেন।

বিজ্ঞ আইনজীবি আরও দাবী করেন যে, ভিকটিম মারুফ গত ১০/০৮/২০১৬ তারিখ সকালে মোবাইল ফোনে গান রেকর্ড করানোর জন্য শরফরাজপুর বাজারের উদ্দেশ্যে

বাড়ী থেকে বের হয় এবং ঐ দিন বাড়ীতে ফিরে না আসায় এজাহারকারিনী আবিরুন নেছা গত ১১/০৮/২০১৬ তারিখ স্থানীয় থানায় তার সন্তানের নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে ভিকটিমের ঐ দিনের পরনের পোষাকের বর্ননা দিয়ে সাধারণ ডাইরীভুক্ত করেন যা বিচারকালে প্রদর্শীত হয়েছে। উক্ত সাধারন ডাইরিতে বর্ণিত ভিকটিমের পরিহিত প্যান্ট শার্ট এর সাথে ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত লাশটির পরিহিত প্যান্ট ও শার্ট এর সাথে সম্পূর্নভাবে মিলে যায় যা জব্দ তালিকার বর্ননায় রয়েছে।

বিজ্ঞ আইনজীবি আরও উল্লেখ করেন যে, বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত রায়ে উল্লেখ করেছেন যে, বিগত ১৬/০৮/২০১৬ তারিখে উদ্ধারকৃত লাশটি যে ভিকটিমের লাশ তা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয় নাই, কারন উক্ত লাশের সনাক্তকরণে ভিকটিমের মা (পি. ডব্লিউ-১) ব্যতীত অন্য কেহ সাক্ষ্য প্রদান করেননি। বিজ্ঞ বিচারক আরও উল্লেখ করেন যে, লাশের ডি.এন এ পরীক্ষার বিষয়ে বলা হলেও তদন্তকারী কর্মকর্তা তদমর্মে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। ফলে উক্ত লাশ যে ভিকটিমের লাশ তা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হয়নি। এ প্রসংগে আপীলকারীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি দাবী করেন যে, আলোচ্য লাশটি খন্ড বিখন্ড ও পচে যাওয়া অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। এমনকি প্রথম দিন লাশের শরীরের অংশ উদ্ধার কালে খন্ডিত মাথার অংশও পাওয়া যায়নি। তবে ১১/০৮/২০১৬ তারিখের জিডিতে বর্ণিত প্যান্ট ও শার্ট উক্ত লাশের শরীর থেকে উদ্ধার করা হয় এবং লাশটি যে ভিকটিমের তা পি. ডব্লিউ-১ সনাক্ত করেন এবং মায়ের দ্বারাই সম্ভব সন্তানকে সনাক্ত করা। এছাড়া রেসপন্ডেট শামীম তার স্বীকারোক্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে উক্ত হত্যাকান্ডের বর্ননা দিয়েছে। রেসপন্ডেট শামীম কর্তৃক অপরাধমূলক স্বীকারোক্তিতে বর্ণিত এবং সুরতহাল প্রতিবেদন ও ময়না তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখিত আঘাতের বর্ণনা হুবহু মিলে যায়। এছাড়া ঘটনার পর থেকে এ পর্যন্ত ভিকটিম ফিরে আসেনি এবং ঘটনার সময় ঐ এলাকা থেকে ভিকটিম মারুফ ব্যতীত অন্য কেউ নিখোঁজও হয়নি। ফলে আলোচ্য লাশটি যে

ভিকটিম মারুফের তা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হয়েছে এবং এ বিষয়ে বিজ্ঞ বৈচারিক আদালতের সিদ্ধান্ত আদৌ সঠিক নহে।

বিজ্ঞ আইনজীবি আরও দাবী করেন যে, পি. ডব্লিউ-২ তার সাক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ১০/০৮/২০১৬ তারিখ মাগরিবের পূর্বে ভিকটিম শামিমকে মুখ ও হাত বেধে সোলেমান, বাশার, বাবু ও শামিম সহ নিয়ে যাওয়ার সময় পি. ডব্লিউ-২ এ বিষয়ে জিজ্ঞাস করলে সোলেমান তাকে ধমক দেয়। একই বিষয়ে অপরাধ স্বীকারোক্তিতে শামিম উক্ত পি. ডব্লিউ-২ এর বক্তব্য সমর্থন করেছেন।

বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষ্য, প্রসিকিউশন মেটিরিয়ালসহ আজহারুলের অপরাধ স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দির সত্যতা অস্বীকার করে সকল আসামীকে বেকসুর খালাস প্রদান করেছেন যা আদৌ সঠিক হয়নি। রেসপনডেন্টগন দন্ডবিধির ৩০২/১০৯ ধারায় সবোর্চ্চ শাস্তি পাবেন।

অপরদিকে, রেসপনডেন্ট নং-২, ৩, ৬, ৯ পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবি জনাব রাফি আহমেদ যুক্তিতর্ক শুনানীকালে বলেন যে, এই মামলার কথিত লাশটি যে নিখোঁজ মারুফের তদমর্মে এজাহারকারী ব্যতীত অন্য কেউ উক্ত খন্ডিত লাশ সনাক্ত করেনি। সুরতহাল প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, লাশটি খন্ড বিখন্ড, মাথা বিহীন এবং পঁচা অবস্থায় উদ্ধার করা হয় এবং উক্ত লাশের মৃত্যুর সঠিক কারন নির্নয় ও ডি.এনএ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হলেও উক্ত লাশের ডিএনএ টেষ্ট করা হয়নি। এছাড়া ময়না তদন্ত প্রতিবেদনে মৃত্যুর কারন সম্পর্কে মতামত প্রদান করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট ডাক্তার এই মর্মে উল্লেখ করেন যে, “due to highly decomposed of body, cause and nature of death could not be given”। ফলে সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত লাশটি যে ভিকটিম মারুফ হোসেনের তদমর্মে প্রসিকিউশন পক্ষ আদৌ

প্রমান করাতে সক্ষম হননি বিধায় বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত অত্যন্ত সঠিক ও আইনানুগ ভাবে উল্লেখ করেছেন যে লাশটি যে মারুফ হোসেনের তা আদৌ প্রমানিত হয়নি।

বিজ্ঞ আইনজীবি আরো দাবী করেন যে, এই মামলার সাক্ষী লিপু হোসেন পি. ডব্লিউ-২ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করে জবানবন্দিতে উল্লেখ করেছেন যে, গত ১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ তিনি (পি. ডব্লিউ-২) সরফরাজপুর বাজারে নিজের চায়ের দোকানে বসে মাগরিবের আযানের পরে দেখতে পান আসামী সোলেমান, বাশার, ও বাবু মারুফকে চোখ ও হাত বেধে শামীম সহ নিয়ে যেতে দেখেন। কিন্তু এই সাক্ষীর উক্ত বক্তব্য আদৌ গ্রহনযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারন ঘটনার পর তিনি (পি. ডব্লিউ-২) উক্ত বিষয়ে কারো নিকট প্রকাশ করেন নাই। ফলে দেখা যায় যে, উক্ত সাক্ষ্য তার (পি. ডব্লিউ-২) মনগড়া ও পরবর্তীকালে তৈরি করা। প্রকৃতপক্ষে উক্তরুপ কোন ঘটনাই ঘটেনি এবং পি. ডব্লিউ-২ এ সম্পর্কে কিছুই অবলোকন করেনি। ফলে বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত অত্যন্ত সঠিক ও আইনানুগ ভাবেই উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্যকে সত্যি বলে গন্য না করে আসামীদের নির্দোষ গন্যে বেকসুর খালাস প্রদান করেছেন ।

রেসপনডেন্ট পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবি আসামী শামিম কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রসঙ্গে দাবী করেন যে, উক্ত স্বীকারোক্তি আদৌ সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত (true and valuntary) নহে। কারন ঘটনার দীর্ঘদিন পরে উক্ত স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া এই আসামী নিজেকে আলোচ্য হত্যাকান্ডের সাথে সম্পৃত্ত করে স্বীকারোক্তি প্রদান করেননি। ফলে বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত উক্ত অপরাধমূলক স্বীকারোক্তি সঠিক ও সেচ্ছাপ্রনোদিত হিসাবে গন্য না করে আইনানুগ ভাবেই এই আসামীদেরকে নির্দোষ গন্যে বেকসুর খালাস প্রদান করেছেন।

বিজ্ঞ আইনজীবি আরো দাবী করেন যে, কোন মামলায় আসামী বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত কর্তৃক বেকসুর খালাসপ্রাপ্ত হলে যদি কোন জোড়ালো সাক্ষ্যের ভিত্তি না থাকে

তাহলে প্রদত্ত রায়কে হস্তক্ষেপ না করাই শ্রেয়। এ প্রসঙ্গে ৩৯ বিএলডি (এডি) ২০১৯ পৃষ্ঠা-২৭৬ এ প্রকাশিত রাষ্ট্র বনাম ফজলুর রহমান ওরফে বাদল মামলার নজিরটি প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করেন যা নিম্নরুপঃ-

> "In dealing with an appeal against acuqittal the court will, naturally, keep in mind the presumption of innocence in favour of the accused, it reinforced, by the judgment of acquittal. But, in the appropirate case, the Appellate Division will not abjure its duty to prevent violent misarrage of justice by hesitating to interfere where interference is imperative."

আপীলকারী ও রেসপনডেন্ট পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য আমরা মনোযোগ সহকারে শুনেছি এবং মামলায় উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সহ তর্কিত রায় ও ঘটনার পারিপার্শ্বিক অবস্থাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে দেখেছি।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের উত্থাপিত আলোচিত পরস্পর বিরোধী বক্তব্যসহ আলোচ্য Appeal মামলার বিষয়ে সঠিক ও আইনানুগ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য মামলায় উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণাদিসহ সামগ্রিক ঘটনাবলী ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাদি গভীর মনোযোগ সহকারে বিচার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। প্রথমেই দেখা যাক, প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীগন এই মামলার আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমান করতে সক্ষম হয়েছেন কিনা?

পি.ডব্লিউ-১ এজাহারকারিনী মোছাঃ আবিরুন নেছা তার জবানবন্দীতে বলেন যে, ১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ তার ছেলে (ভিকটিম) সরফরাজপুর বাজারের উদ্দেশ্যে সকাল ৯.৩০ মিঃ বাড়ী থেকে বের হওয়ার পর নিখোঁজ হয়। খোঁজাখুঁজি করে তার ছেলেকে আর পাওয়া যায় নাই। ১৬/০৮/২০১৬ ইং তারিখ লোকমুখে সংবাদ পান যে, মির্জাপুর গ্রামের কান্দি মৌজার হাসেম আলীর (পি. ডব্লিউ-৮) খেজুর ও মেহগিনি বাগানে একটি লাশ পড়ে আছে। সংবাদ পেয়ে তার বড় ছেলে মেহেদী হাসান এবং লোকুল হোসেন, হাবিবুর রহমান, মফিজুর রহমান (পি. ডব্লিউ-৬), জালাল হোসেন, আবু বকর সিদ্দিক (পি. ডব্লিউ-৫) ও আঃ লতিফদের (পি. ডব্লিউ-৩) সাথে নিয়ে তিনি (পি. ডব্লিউ-১) কান্দি মৌজার হাসেম আলীর বাগানে গিয়ে দেখেন যে, তার পুত্র মারুফের (ভিকটিম) লাশ পড়ে আছে। তিনি (পি. ডব্লিউ-১) তার পুত্র মারুফের (ভিকটিম) লাশ সনাক্ত করেন। তার পুত্রের (মারুফ) গলা থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পান। ডানহাত ও ডান পা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। সংবাদ পেয়ে থানার পুলিশ ঘটনাস্থালে আসে। চৌগাছা থানার পুলিশ তার ছেলের লাশের সুরতহাল করেন। তিনি সুরতহালে স্বাক্ষর করেন। এর পরে পুলিশ তার ছেলের লাশ ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যায়। তিনি পরের দিন চৌগাছা থানায় আসামী টুটুল মন্ডল (রেসপন্ডেট-৮), বিল্লাল হোসেন(রেসপন্ডেট-৯), হযরত আলী (রেসপন্ডেট-৬), সোলাইমান মন্ডল (রেসপন্ডেট-২), আবুল বাশার (রেসপন্ডেট-৩), বাবু (রেসপন্ডেট-৪) ও একরামুল হোসেনদের (রেসপন্ডেট-১০) বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের করেন। এই সাক্ষী সুরতহাল প্রতিবেদন ও এতে তার স্বাক্ষর এবং এজাহার ও এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা যথাক্রমে প্রদর্শনী ১, ১/১, ২, ২/১ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এজাহারে বর্ণিত আসামী বাবু ও টুটল ব্যতীত কোর্টে উপস্থিত ৫ জন আসামীকে তিনি ডকে সনাক্ত করেন। এই সাক্ষী তার জবানবন্দিতে আরও বলেন যে, এজাহার দায়ের করার পরে জানতে পারেন যে, আজাহারুল ইসলাম @ ইউসুফ বুড়োর (রেসপন্ডেট-৫) নিকট থেকে সি আই ডি তার ছেলে মারুফের

(ভিকটিম) মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে। আরো জানতে পারেন যে, আজাহারুল ইসলাম ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় অন্যান্য আসামীদের জড়িত করে স্বীকারোক্তি করেছে। আরো জানতে পারেন যে, এজাহারের আসামী সহ খলিল রেসপনডেন্ট-১১) ও শফিকুলের রেসপনডেন্ট-৭) নাম ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছে। আসামী শফিকুল আসামী হযরত আলীর আপন ভাগিনা। জমি জমার শত্রুতার কারনে আসামীরা পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে তার পুত্র মারুফকে হত্যা করে লাশ গুম করার জন্য হাসেমের (পি. ডব্লিউ-৮) খেজুরের বাগানে ফেলে রাখে। তিনি তার পুত্র হত্যার বিচার চান।

আসামী হযরত আলী, বেল্লাল হোসেন, শফিকুল ইসলাম, খলিল মন্ডল, একরামুল হোসেন, সোলাইমান মন্ডল ও আবুল বাশার এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, এই মামলায় তিনি যশোর আদালতে আংশিক জবানবন্দি করেছেন। তিনি সামান্য লেখাপড়া জানেন। তার বর্তমান স্বামীর নাম মহিদুল ইসলাম। এইটি তার দ্বিতীয় বিবাহ। দ্বিতীয় বিবাহে তার ২ ছেলে। এক ছেলের নাম ফারুক অপর ছেলের নাম মারুফ। আগের স্বামীর নাম ছিল মালেক মাস্টার। সেই স্বামীর ঘরে এক পুত্র নাম মেহেদী এবং কন্যার নাম রুনি। মালেক মাস্টার তাকে তালাক দিয়েছে। ছেলে মেহেদী এবং রুনিকে নিয়ে তার দ্বিতীয় স্বামীর কাছে আসেন। ১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ তার পুত্র মারুফ বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় বাড়ীতে তিনি এবং তার বড় ছেলে মেহেদী ছিল। মোবাইলে গান লোড করার কথা বলে ভিকটিম সকাল ৯.৩০ টায় বের হয়। সরফরাজপুর বাজারে দোকানদারদের জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে যে, তাদের কাছে গান লোড করতে যায় নাই। মুদি দোকানে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে প্রচুর বৃষ্টি হয় তাই তারা দোকান খোলে নাই। থানায় জিডি করেছেন সম্ভবত ১১/০৮/২০১৬ ইং তারিখ ১ টা/ ২ টার দিকে হতে পারে। জিডি করলে থানার ওহিদুজ্জামান (পি. ডব্লিউ-১১) আসে। তিনি যে লাশ দেখেন তা পচে পোকা হয়ে গেছে। ওজাহেব, হাবিবুর এবং মফিজুর (পি. ডব্লিউ-৬) তার আপন খালাতো ভাসুর। সাক্ষী জালাল তার আপন ভাসুর,

লতিফ (পি. ডব্লিউ-৩) তার নন্দাই। আবু বককর (পি. ডব্লিউ-৫) তার গ্রাম সম্পর্কে ভাই। তার স্বামী মহিদুল ইসলাম এবং ছেলে ৭/৮ বছর যাবৎ সরকারী ভিসায় মালয়েশিয়া থাকে।

এই সাক্ষী জেরায় আরও বলেন যে, আসামী হযরত আলীর ২০০৬ সালের মামলায় তার স্বামী মহিদুল ইসলাম ১৪ নং আসামী ছিল। তার ছেলেকে কে বা কারা মেরেছে তা তিনি স্বচোক্ষে দেখেন নাই। ১৬/০৮/২০১৬ ইং তারিখ সন্ধ্যা ৬.২০ মিনিটে সংবাদ পান। বাড়ীতে তখন তিনি এবং তার বড় ছেলে মেহেদী হাসান ছিল। তার (পি. ডব্লিউ-১) বাড়ী থেকে ঘটনাস্থল ১ কিলোমিটার দূরে। তিনি তখন আলম সাধু নসিমন গাড়ীতে রওয়ানা দিয়ে ঘটনাস্থলে ৭ টার সময় পৌছেন। পুলিশকে কে সংবাদ দেয় তা তিনি জানেন না। পুলিশ ৭.৩০ টার দিকে আসে। পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে তখন রাত্র। সুরতহাল তাকে পড়ে শুনায় তারপর তিনি স্বাক্ষর করেন। পুলিশ শার্টের হাতা জব্দ করেছিল ও থ্রি কোয়াটার প্যান্ট জব্দ করে। সুরতহাল করার সময় তিনি বলেছেন কারা মারতে পারে। ১১/০৮/২০১৬ ইং তারিখ তার পুত্র নিখোঁজের বিষয়ে একটি মাইকিং হয়েছিল। তিনি পরের দিন ১৭ তারিখ থানায় যান। তিনি তার শশুর শফিউদ্দিন, ভাসুর জালাল, আবদুর রশিদ, তাদের সাথে আলোচনা করে মামলা করেছেন। তিনি সন্দেহ করে আসামীদের বিরুদ্দে মামলা করেন। তার ছেলে (ভিকটিম) মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেনীতে পড়া শুনা করত সরফরাজপুর দাখিল মাদ্রাসায়। তার ছেলে রাজনীতি করত না। তার পিতার জমা জমি নিয়ে আসামীদের সাথে মামলা আছে। ১২/১৫ নং মামলা জাল দলিলের মামলা ছিল তাতে আসামী হযরত আলী ছিল।

এই সাক্ষী জেরায় আরও বলেন যে, লাশটি মাথাবিহীন অবস্থায় পচে পোকায় ধরেছিল তবে চিনতে পেরেছেন। ডিএনএ টেষ্ট হয় নাই। লাশটি যে তার ছেলের তা প্রমানের জন্য আইও তাকে কোন ডাক্তার বা কোন কর্মকর্তার নিকট নিয়া যান নাই। তার ছেলের হাত পা নাভি তার (পি. ডব্লিউ-১) মত ছিল, তা দেখে চিনতে পারেন যে তার ছেলে। তিনি যে থ্রি কোয়াটার প্যান্ট কিনে দিয়েছেন তা দেখে চিনতে পারেন যে তার ছেলে (ভিকটিম)। মামলার

তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই ওয়াহিদুজ্জামান। মামলার পরের আইও এর সাথে কথা হয়েছে। সিআইডি ওয়াহিদ তদন্ত করেছে। ওয়াহিদ তার (পি. ডব্লিউ-১) বক্তব্য রেকর্ড করেছে, তারিখ মনে নাই। আসামী হযরত আলী তার (পি. ডব্লিউ-১) ভাতিজা। হযরত আলীর ২ ছেলে টুটুল এবং বেলালকে আসামী করেছেন। সোলায়মান তার (পি. ডব্লিউ-১) সৎ ভাতিজা, আবুল বাশার ও একরামুল চাচাত ভাইয়ের ছেলে। এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, মামলার কথিত লাশটি তার ছেলে মারুফের নহে, তার ছেলে জামাত শিবিরের সদস্য, সে মারা যায় নাই, নিখোঁজ আছে, ছেলে হত্যার কথা বলে আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা করে জমা জমি দখল করতে চান, ঘটনার সাথে আসামীরা জড়িত নহে কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেন।

আসামী আজাহারুল ইসলাম @ ইউসুফ বুড়ো এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-১) বলেন যে, তিনি আসামী আজাহারুল ইসলাম @ ইউসুফ বুড়োকে ঘটনার আগে থেকে চিনেন। তার (পি. ডব্লিউ-১) বাড়ী থেকে ইউসুফ বুড়োর বাড়ী ২০০ গজ দূরে। ইউসুফ বুড়ো চাষাবাদ করে। আসামী আজাহারুল ইসলাম @ ইউসুফ বুড়ো একজন কোরআনের হাফেজ কিনা জানেন না। সে (আজহারুল ইসলাম) তার মেঝ ছেলের সাথে মাদ্রাসায় যেত। আসামী আজাহারুল ইসলাম @ ইউসুফ বুড়োর বিরুদ্ধে তিনি এজাহারে কোন অভিযোগ করেন নাই। তিনি শুনেছেন যে, আই ও আজাহারুল ইসলামের নিকট থেকে তার ছেলের (ভিকটিম) মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে। আসামী আজাহারুল ইসলাম তার শশুর বাড়ীতে যাওয়ার সময় কাদায় সাইকেল আটকে যায় এবং আসামী সোলাইমান তাকে আটক রাখে মর্মে আইও এর নিকট শুনেছেন। ইউসুফ বুড়োর সাথে তাদের কোন আত্নীয়তা আছে কিনা জানেন না।

এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, আসামীদেরকে হয়রানী করার জন্য মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত সাজেশনকে অস্বীকার করেন।

পলাতক আসামীদের বিরুদ্ধে State defence হিসাবে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবি উক্ত জেরা Adopt করেন।

পি.ডব্লিউ-২, মোঃ লিপু হোসেন তার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি বর্তমানে রাজমিস্ত্রির কাজ করেন এর পূর্বে তার চায়ের দোকান ছিল। ১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ তিনি সরফরাজপুর বাজারে নিজের চায়ের দোকানে ছিলেন। ঐ দিন মাগরিবের আজানের পরে দেখতে পান আসামী সোলেমান (রেসপনডেন্ট-২), বাশার (রেসপনডেন্ট-৩) ও বাবু (রেসপনডেন্ট-৪) মারুফকে (ভিকটিম) চোখ ও হাত বেঁধে শামীম (রেসপনডেন্ট-৫) সহ নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বললেন 'কি হচ্ছে'? তখন আসামী সোলেমান (রেসপনডেন্ট-২) তাকে ধমক দিয়ে বলে ''তুই চুপ থাক''। ১৬/০৮/২০১৬ ইং তারিখ হাসেম আলীর (পি. ডব্লিউ-৮) মেহগিনি বাগানে লাশ পাওয়া যায়। তারপর পুলিশ আসে। তারপর মারুফের (ভিকটিম) মা (পি. ডব্লিউ-১) এসে প্যান্ট দেখে লাশ সনাক্ত করে। পুলিশ লেখা লেখি করে। মারুফের মার স্বাক্ষর গ্রহন করে। মারুফের মা মামলা করে। তারপর তিনি (পি. ডব্লিউ-২) ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দী দিয়েছেন। সাক্ষ্য দেওয়ার কারনে হযরত আলীর ছেলে শাহিন তাকে মার খাওয়ায়। আসামী সলেমান, বাশার, শামিমরা মারুফকে ধরে নিয়েছে বলে জবানবন্দি দেন। তারা আদালতে আছে। তিনি (পি. ডব্লিউ-২) আরো একজনের নাম বলেছেন তার নাম বাবু, সে আদালতে উপস্থিত নাই। এই সাক্ষি বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত জবানবন্দি এবং এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা প্রদর্শনী-৩ ও ৩/১ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামী আজহারুল সহ উপস্থিত সকল আসামী পক্ষের জেরায় এই স্বাক্ষী (পি. ডব্লিউ-২) বলেন যে, যশোর আদালতে তিনি আংশিক জবানবন্দি দিয়েছেন। তিনি সামান্য লেখাপড়া জানেন। ১৬/০৮/১৬ তারিখের ২ মাস পর প্রথমে পুলিশের নিকট জবানবন্দি দিয়েছেন, তার পরের দিন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দি দিয়েছেন।

ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তার জবানবন্দি না পড়ে স্বাক্ষর করেছেন। তিনি সঠিক জেনে স্বাক্ষর করেছেন। এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, যশোর আদালতে মারুফের চোখ বেধে নেয়ার কথা বলেছেন তা মিথ্যা বলেছেন, ২ জায়গায় দুইরকম জবানবন্দি দিয়েছিন কিন্তু এই সাক্ষী উপরোক্ত সাজেশান অস্বীকার করেন।

এই সাক্ষী তার জেরায় পুনরায় বলেন যে, পুলিশের এবং ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট একই দিন জবানবন্দি দিয়েছেন। সরফরাজপুর বাজারে ৬ মাস যাবৎ চায়ের দোকান করেন। তার দোকানের সামনের দোকানদারদের চিনেন। মারুফের চোখ বেধে নেয়ার ব্যাপারে উক্ত সকল দোকান মালিকদের সাথে কোন কথা বলেন নাই। লোকজনের কাছে শুনে তিনি ১৬/০৮/২০১৬ ইং তারিখ হাসেম আলীর (পি. ডব্লিউ-৮) বাগানে গিয়েছেন। তিনি সন্ধ্যা ৭ টার সময় একা যান। তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে মেহেদী, তার মাকে (পি. ডব্লিউ-১) ও লতিফ দোকানদারকে (পি. ডব্লিউ-৩) দেখেছেন। তিনি যেয়ে দেখেন যে পুলিশ এসেছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে লেখাপড়া শেষ করে তখন সময় ৮/৮.৩০ টা হবে। মারুফের মায়ের সাথে আর কে কে স্বাক্ষর করে তা জানেন না। পুলিশ কাগজ পড়ে মারুফের মাকে (পি. ডব্লিউ-১) শুনায়। লাশটি মাথাবিহীন ছিল এবং পচে পোকা হয়েছে। ঐ দিন তার (পি. ডব্লিউ-২) সাথে পুলিশের কোন কথা হয় নাই। তিনি লাশ পাওয়ার স্থানে ১/ ১.৫ ঘন্টা অবস্থান করেছেন। মারুফের মা যে প্যান্টটি সনাক্ত করেছে তা কি কালারেরর তা মনে নাই। মাগরিবের আজানের পর দেখতে পান তা বলেন নাই একথা সত্য নহে। মারুফের মা মারুফের প্যান্ট পড়া দেখে সনাক্ত করে তা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেন নাই কথা সত্য। ১৬/০৮/২০১৬ ইং তারিখ মারুফের লাশ পাওয়া যায় তা ১৬৪ ধারায় জবানবন্দিতে বলেন নাই। ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিকালের দিকে জবানবন্দি দিয়েছেন তখন ম্যাজিস্ট্রেট এবং তিনি ছাড়া কেহ ছিল না।

আজাহারুল ইসলাম @ ইউসুফ বুরো ওরফে শামিমের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-২) বলেন যে, আজাহারকে অনেক দিন যাবৎ চিনেন। সে মাদ্রাসায় পড়েছে কিনা

জানেন না। ঘটনার দিন বৃষ্টি ছিল। বৃষ্টিতে মার্কেট এলাকায় পানি জমেছিল। ১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ বিকালে ঘটনা দেখেন মর্মে পুলিশের নিকট বলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছেন যে বিকালে দেখেছেন। তিনি এই আদালত ছাড়াও যশোর আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন। যশোর আদালতে বলেন যে মাগরিবের আজানের পরে মারুফকে চোখ বেধে নিয়া যাওয়ার কথা বলেন। ইউসুফের সাইকেল নেয়ার কথা জানেন না। মারুফকে চোখ বেধে নিয়া যাওয়ার কথা মারুফের মাকে (পি. ডব্লিউ-১) ১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ জানান নাই। মামলা করার পরে জানিয়েছেন। এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশন দেয়া হয় যে, তিনি ঘটনা দেখেননি এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেন।

পি.ডব্লিউ-৩ আঃ লতিফ তার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি কৃষিকাজ করেন এবং তার একটি চায়ের দোকান আছে। মারুফ (ভিকটিম) যেদিন হারিয়ে যায় সেদিন খুব বৃষ্টি হয়। ঘটনা ঘটে প্রায় ০৩ বছর আগে। এলাকায় খোঁজ খবর নেয়া হয়, মাইকিং করা হয়। হারিয়ে যাওয়ার ৫/৬ দিন পরে হাসেম আলী ও কাসেম আলীর মেহগিনি বাগানে লাশ পড়ে আছে খবর পান। তাদের (পি. ডব্লিউ-৩) গ্রাম থেকে ঐ স্থান প্রায় ১ কিলো দূরে মির্জাপুর গ্রামে। তাদের গ্রামের ২০/২৫ জন লোক ঐ স্থানে যায়। স্থানীয়রা দেখে লাশটি পড়ে আছে। ডান হাত এক সাইড নাই। এক সাইড ভাল আছে। একটি থ্রি কোয়াটার প্যান্ট এবং শার্ট দেখে মারুফের মা (পি. ডব্লিউ-১) মারুফকে (ভিকটিম) চিনতে পারে। মারুফের মা বলে তার ছেলের লাশটি পচে পোকা হয়। তবে পা ভালো ছিল। খানিক বাদে পুলিশ যায়। তারা মারুফের মায়ের সাথে কিছুক্ষন থাকেন। পরের দিন পোষ্টমর্টেম করে লাশ দাফন করে। ঘটনার কিছুদিন পরে লিপু (পি. ডব্লিউ-২) বলে যে, তার (পি. ডব্লিউ-২) দোকানের সামনে দিয়া সলেমান (রেসপনডেন্ট-২), বাশার (রেসপনডেন্ট-৩), বাবু (রেসপনডেন্ট-৪), হযরত আলী (রেসপনডেন্ট-৬), হারুন ইসলাম, শামিম বুরো (রেসপনডেন্ট-৫) একত্রে মারুফের (ভিকটিম) মুখ বাধা অবস্থায় নিয়া যায়। লাশ দাফন কাফনের বেশ কিছুদিন পরে এই কথা

বলে। আজাহারুল ইসলাম শামিমকে (রেসপনডেন্ট-৫) পুলিশ ধরে নিয়া যায়। শামিমের কাছে পুলিশ মারুফের (ভিকটিম) মোবাইল পায়। তিনি (পি. ডব্লিউ-৩) যা কিছু জানেন তাই বললেন। সুরতহাল রিপোর্টে তার স্বাক্ষর আছে। লিপু (পি. ডব্লিউ-২) যাদের নাম বলেছে তারা আদালতে আছে। এই সাক্ষী সুরতহাল রিপোর্ট এবং এতে তার সাক্ষর সনাক্ত করেন যা প্রদর্শনী ২, ২/২ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

শামিম সহ উপস্থিত সকল আসামী পক্ষে জেরায় এই স্বাক্ষী (পি. ডব্লিউ-৩) বলেন যে, ঘটনার ৭ মাস ২৪ দিন পরে পুলিশের নিকট জবানবন্ধি দিয়েছেন। তার (পি. ডব্লিউ-৩) পিতার নাম লিয়াকত আলী দফাদার। তার পিতা এলাকায় ছাগল ও গরুচোর হিসাবে পরিচিত মর্মে ঘটনা তিনি জানেন না। তার বিরুদ্ধে ছাগল চুরির একটি মামলা হয়েছে। সেই মামলার বাদী হযরত আলীর নিকট মিমাংশা করে কথা সত্য। তারা (পি. ডব্লিউ-৩) ধর পাকর করার পর হযরত আলীর নিকট মিমাংসা করে। বাদী তার শ্যালকের স্ত্রী। বাদীর বাড়ী থেকে তার বাড়ী ১০০ হাত দূরে। ঘটনাস্থলে প্রথমে সে (পি. ডব্লিউ-৩), শিমুল (পি. ডব্লিউ-৪), জালাল ও ইয়াকুব সহ ৫/৬ জন যাওয়ার পর ২০/২৫ জন যান। তারা ৫/৬ জন দৌড়িয়ে ঘটনাস্থলে যান। সন্ধ্যার দিকে জানতে (ঘটনা) পারেন। তার (পি. ডব্লিউ-৩) বাড়ী থেকে হাসেম আলী ও কাসেম আলীর মেহগিনি বাগান এক কিলোর উপরে দুরত্ব। ঘটনাস্থলে ৬.০০ টায় একটু আগে যান। তার যাওয়ার আগে ঘটনাস্থলে ২০/২৫ জন লোক উপস্থিত হন। হাসেম কাশেম উপস্থিত ছিল। গ্রামের মেম্বর ছিল। তিনি যাওয়ার ১/২ মিনিট পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। মারুফ (ভিকটিম) কিভাবে নিহত হয়, কারা মারে তা তিনি (পি. ডব্লিউ-৩) স্বচক্ষে দেখেন নাই। মারুফ মাদ্রাসায় পড়া শুনা করত। সুরতহালে মাঠে বসে স্বাক্ষর করেন। আসামী শামিমকে ছোট বেলা থেকে চিনেন। তার বাড়ি থেকে শামিমের বাড়ি রাস্তার এপার ওপার। সে মাদ্রাসায় লেখা পড়া করত। সে (রেসপন্ডেড নং-৫) হাফেজি পাশ করেছে কিনা তিনি জানেন না। শামিম বিবাহিত। শামিমের সাথে অন্য আসামীর আত্নীয়তা আছে কিনা

জানেন না। এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, মারুফের মোবাইল পুলিশ শামিমের নিকট পায় নাই, লিপু বলে নাই যে, মারুফকে আসামী শামিম সহ অন্যরা মুখ বেঁধে নিয়ে যায় মারুফ জামাত শিবিরের সাথে জড়িত, মারুফ মাদকের ব্যবসা করিত, আত্নীয় বিধায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেন।

State defence পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ কৌশলী উক্ত জেরা adopt করেন।

পি.ডব্লিউ-৪ শিমুল হোসেন তার জবানবন্দীতে বলেন যে, যে মারুফ (ভিকটিম) হারিয়ে যায়, তার বয়স ছিল ১৩ বৎসর। সে (ভিকটিম) তার (পি. ডব্লিউ-৪) চাচাতো ভাই। ৩ বৎসর আগের ঘটনা। তারা অনেক খোঁজাখুঁজি করেন। মাইকিং করেন কিন্তু পান নাই। ৬ দিন পরে হাসেম ও কাসেমের মেহগিনি বাগানে লাশ পাওয়া যায় মর্মে খবর পান। তারা তার চাচীকে (পি. ডব্লিউ-১) নিয়া ঘটনাস্থলে যান। তার চাচি লাশ দেখে চিনতে পারে যে তার ছেলে মারুফের (ভিকটিম) লাশ। আধা ঘন্টা পর পুলিশ আসে, লাশ পুলিশ নিয়া যায়। এই সাক্ষী সুরতহালের কাগজে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা প্রদর্শনী-২/৩ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। পরের দিন মাথা পাওয়া যায়। মাথা দেখে ক্লিয়ার হন যে লাশটি মারুফের (ভিকটিম)। সিআইডি তৌহিদ সাহেব ১ মাস ১০ দিন পরে থানায় এসে ঘটনাস্থলে যায়। তারপর তারাও খোঁজাখুঁজি করে দাঁত পাওয়া যায়। মাথার কিছু চুল এবং শার্টের এক টুকরা পাওয়া যায় এবং জব্দ তালিকা করে। এই সাক্ষী জব্দ তালিকা এবং এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা প্রদর্শনী- ৪ ও ৪/১ এবং উদ্ধারকৃত শার্টের টুকরা বস্তু প্রদর্শনী- ১ উদ্ধারকৃত দাত বস্তু প্রদর্শনী-২ এবং চুল বস্তু প্রদর্শনী- ৩ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী তার জবানবন্দিতে পুনরায় বলেন যে, মির্জাপুর গ্রামের শামিম (রেসপনডেন্ট-৫) এর নিকট থেকে মারুফের (ভিকটিম) ফোন উদ্ধার হয়। শামিম বলেছে যে, সে প্রথমে কোপ দিয়ে মারুফের হাত অংগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। সলেমান (রেসপনডেন্ট -৫) পেটের মধ্যে চাকু দিয়া খোচাইছে। বাশার হাত বাধে বাগানের ভিতর গামছা দিয়া। বাবু

পা বিচ্ছিন্ন করেছে। সরফরাজপুর বাজারে লিপুর (পি. ডব্লিউ-২) চায়ের দোকান আছে। সেখানে তিনি (পি. ডব্লিউ-৪) চা খাচ্ছিলেন। তখন লিপু বলে যে, সে (পি. ডব্লিউ-২) দেখেছে সলেমান, বাশার, বাবু ইউসুফ @ শামিম সহ ৪ জন মারুফকে মুখ বেধে নিয়া যায়। বাবু ছাড়া অন্য ৩ জন আদালতে উপস্থিত আছে।

শামিম বাদে বক্রি উপস্থিত আসামীদের পক্ষের জেরায় এই স্বাক্ষী (পি. ডব্লিউ-৪) বলেন যে, জালাল তার পিতা। জালাল একজন মার্ডার কেসের আসামী ও বাদী হযরত আলী। সেই মামলার বিচার যশোর কোর্টে চলছে। তার (পি. ডব্লিউ-৪) পিতা বাদীর আপন শশুর। ঘটনাস্থলে দ্বিতীয়বার যান কিনা খেয়াল নাই। পুলিশের নিকট ১৬/০৯/২০১৬ ইং তারিখ জবানবন্দি করেছেন মর্মে কথা সত্য হতে পারে। মাথা দেখে চিনতে পারেন লাশ মারুফের (ভিকটিম) তা পুলিশের নিকট বলেন নাই কথা সত্য নহে। তার চাচি (পি. ডব্লিউ-১) লাশ দেখে বলে যে এইটা তার ছেলে মারুফের (ভিকটিম) লাশ কথা পুলিশের নিকট বলেন নাই মর্মে কথা সত্য নহে।

এই সাক্ষী জেরায় আরও বলেন যে, ১মাস ১০ দিন পর সিআইডি এসে ঘটনাস্থলে যান একথা পুলিশের নিকট বলেন নাই মর্মে কথা সত্য নহে। তখন পুলিশ খোঁজাখুঁজি করে শার্টের টুকরা, দাঁত, চুল, পা পায় পুলিশের নিকট বলেন নাই মর্মে কথা সত্য নহে। শামিমের নিকট থেকে মারুফের ফোন উদ্ধার হয় কথা জবানবন্দিতে বলেন নাই মর্মে কথা সত্য নহে।

এই সাক্ষী জেরায় আরও বলেন যে, ১ মাস ১০ দিন পরে কে কে গিয়াছে মনে নাই। চাচি (পি. ডব্লিউ-১) গিয়াছে তা কনফার্ম। দাত, চুল ও জামার টুকরা তার চাচি (পি. ডব্লিউ-১) খঁজে পেয়েছে। মাথা পাওয়ার দিন ঘটনাস্থলে যান নাই, মাথা দেখেছেন থানায় বসে। মাথা জব্দ করা হয়েছে কিনা তিনি জানেন না।

আসামী শামিমের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তার বাড়ি থেকে শামিমের (রেসপনডেন্ট নং-৫) বাড়ী একশত গজ দূরে। শামিম বিবাহিত। শামিমের শশুর বাড়ী যেতে

হলে শাহাদাতের দোকানের সামনে দিয়া যেতে হয়। যেদিন লাশ পাওয়া যায় সেদিন মাথা পাওয়া যায় নাই। মাঠ থেকে লোকজন পরের দিন সংবাদ দেয় যে, মাথা পাওয়া গেছে। মাথা পাওয়ার সময় পুলিশ কোন জব্দ তালিকা করে কিনা জানেন না। মাথা পোষ্ট মর্টেমের জন্য পাঠিয়েছে। মাথায় চামড়া ছিল না। এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, মাথা পাওয়া যায় নাই, তিনি কিছু দেখেন নাই, শামিম কোপ দেওয়ার কথা স্বীকার করেছে কথা মিথ্যা, শামিমের কাছে মোবাইল পাওয়া যায় নাই কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেন।

পি.ডব্লিউ-৫, আবু বকর সিদ্দিক তার জবানবন্দীতে বলেন যে, যে ছেলেটা খুন হয়েছে তার নাম মারুফ (ভিকটিম)। তার বয়স ১৩ বছর। সে (ভিকটিম) তার প্রতিবেশী। ১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ সকাল ৯.৩০ টার দিকে বাজারের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে (ভিকটিম) বের হয়। তারপর তার (ভিকটিম) আর কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় নাই। মারুফের মা (পি. ডব্লিউ-১) এবং তারা খোঁজাখুঁজি করেন এবং মাইকিং করেন। নিখোঁজ হওয়ার ৬ দিন পর তারা শুনতে পান যে, মির্জাপুর গ্রামে হাসেম ও কাসেমের মেহগিনি বাগানে একটি লাশ পড়ে আছে। লাশটি গলা কাটা, হাত পা কাটা খন্ড বিখন্ত। সংবাদ শুনে শিমুল (পি. ডব্লিউ-৪), মফিজুল (পি. ডব্লিউ-৬) আবিরুন নেছা (পি. ডব্লিউ-১) সহ তিনি (পি. ডব্লিউ-৫) ঘটনাস্থলে যান। লাশের প্যান্ট এবং নাভি দেখে বাদীনি (পি. ডব্লিউ-১) চিনতে পারেন যে, মারুফের (ভিকটিম) লাশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে কাগজে লিখে চৌগাছা থানায় পোষ্ট মর্টেমের জন্য লাশ নিয়ে যায়। পরের দিন আসামীদের নামে কেস হয় । মাস খানেক পরে পুলিশের তদন্তকারী কর্মকর্তা বাদীনির বাড়ীতে যায়। তার পর মারুফ (ভিকটিম) যেখানে খুন হয় সেই স্থানে নিয়ে যায়। তিনি (পি. ডব্লিউ-৫), বাদীনি (পি. ডব্লিউ-১), শিমুল (পি. ডব্লিউ-৪), জালাল, মফিজুল (পি. ডব্লিউ-৬) ঘটনাস্থলে যান। বাদীনি ঘটনাস্থলে গিয়ে মারুফের চুল, সাতটি দাঁত, মারুফের শার্টের এক টুকরা কাপড় পুলিশের

নিকট দেয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা একটি কাগজে লিখে তাদের স্বাক্ষর নেয়। এই সাক্ষী জব্দ তালিকার উক্ত স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা প্রদর্শনী ৪/২ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এছাড়া এই সাক্ষী উদ্ধারকৃত চুল, দাঁত, জামার অংশ আদালতে সনাক্ত করেন।

এই সাক্ষী তার জবানবন্দিতে পুনরায় বলেন যে, বাদীনির সাথে হযরত আলীর (রেসপনডেন্ট-৬) দীর্ঘদিন যাবৎ শত্রুতা চলে আসছিল। হযরত আলী ৫ বিঘা জমি নিজের বৌকে আবেরুন নেছা (পি. ডব্লিউ-১) সাজিয়ে জ্বাল করে। কেস হলে জমি ফেরত দেয়। হযরত আলী তাদের নামে একটি মামলা করে। সেই মামলা মিথ্যা হলে হযরত আলীর বিরুদ্ধে চলে যায়। শামিম (রেসপনডেন্ট-৫) ধরা পড়ে বলে যে, আসামীরা মারুফকে মেরেছে। আসামীরা সহ হযরত আলী আদালতে আছে। এই সাক্ষী উদ্ধারকৃত চুল, দাত, জামার অংশ আদালতে সনাক্ত করেন।

আসামী শামিমের পক্ষের জেরায় এই স্বাক্ষী (পি. ডব্লিউ-৫) বলেন যে, তার বাড়ী থেকে আবেরুনের (পি. ডব্লিউ-১) বাড়ী ১০০০ ফুট দুরে অবস্থিত। মারুফ (ভিকটিম) ১০/০৮/২০১৬ তারিখে বাড়ী থেকে বাজারে যেয়ে আর ফেরে নাই একথা তিনি মারুফের মা আবেরুনের (পি. ডব্লিউ-১) নিকট শুনেছেন। এই ঘটনা তাকে ১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ বিকাল ৫.৩০ টার দিকে বলে। তিনি খুঁজতে গিয়াছেন। তার সাথে শিমুল (পি. ডব্লিউ-৪) ও মফিজ (পি. ডব্লিউ-৬) ছিল। ৬ দিন পরে আনুমানিক সন্ধ্যা ৬.০০ টার দিকে শুনেন যে মির্জাপুর গ্রামে মেহগিনি বাগানে লাশ আছে, তা তাকে শিমুল বলেছে। খবর পেয়ে তারা ঘটনাস্থলে যান। আবেরুন (পি. ডব্লিউ-১), জালাল, তিনি (পি. ডব্লিউ-৫) ও মফিজুল (পি. ডব্লিউ-৬) ঘটনাস্থলে যান। তাদের (পি. ডব্লিউ-৫) বাড়ি থেকে আনুমানিক ১ কিলো দূরে সেই বাগান অবস্থিত। সেখানে আনুমানিক ১০/১৫ মিনিট পরে পৌছেন। লাশের মাথা ঐ দিন পান নাই। পরের দিন সুরতহাল হয়। মাথা পাওয়া গেছে পরের দিন। পুলিশ বলে যে, বাগানে মাথা পেয়েছে। বাগানে মাথা দেখেছেন। মাথা পাওয়ার সময় বাদীনি ও শিমুল ছিল।

মাথা পেয়ে লেখা পড়া করে। মাথা পাওয়ার কাগজে তিনি স্বাক্ষর করেছেন। মাথায় চুল ছিল না চামড়া ছিল না। পুলিশের নিকট ঘটনা বলেছেন। এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, আজকে যে কথা বলেছেন তা পুলিশের নিকট বলেন নাই, মাইকিং করার কথা পুলিশের নিকট বলেন নাই, দেড়মাস পরে পুলিশ তদন্তে আসে তা আইও এর নিকট বলেন নাই, মাথা পায় নাই, পুলিশ তাকে বলে যে, একজন আসামী ধরা পড়েছে এবং সে খুন করার কথা স্বীকার করেছে একথা পুলিশের নিকট বলেন নাই কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান সমূহ অস্বীকার করেন।

উপস্থিত অন্য সকল আসামী পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, হযরত আলীর দায়ের করা খুনের মামলায় তিনি (পি. ডব্লিউ-৫) আসামী। বাদীর কাছে শুনেছেন যে, হযরত আলী এজাহারকারিনীর ০৫ বিঘা জমি জ্বাল করে নিয়েছে। তিনি ঘটনাস্থলে ৩ বার গিয়াছেন কিন্তু তারিখ মনে নাই। জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর করেছেন ৩য় বার। শিমুল (পি. ডব্লিউ-৪) এবং তিনি স্বাক্ষর করেছেন। মারুফ (ভিকটিম) হাড়ানোর বিষয়ে ১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ থেকে ১৬/০৮/১৬ ইং তারিখের মধ্যে সরফরাজপুর বাজারে কারো সাথে কথা হয়নি। দারোগার নিকট ঘটনার মাসখানেক পর জবানবন্দি দিয়েছেন। এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, দারোগার নিকট অনুমান করে সাক্ষ্য দিয়েছেন, বাদীনির সাথে সম্পর্ক তার ভালো, মারুফ জামাত শিবির করে এবং জেএমবি তাই সে নিখোঁজ, বাদীনির কথায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন, তার ভাই জামাতের সেক্রেটারী, কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেন।

State defence পক্ষে এই সাক্ষীর উপরোক্ত জেরা adopt করা হয়েছে।

পি.ডব্লিউ-৬, মোঃ মফিজুর রহমান তার জবানবন্দীতে বলেন যে, যে ছেলেটি খুন হয় তার নাম মারুফ হোসেন, বয়স ১৩ । ১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ আনুমানিক ৯.৩০ মিনিটে শরফরাজপুর বাজারে (ভিকটিম) যায়। যাওয়ার পর তাকে খোঁজাখুঁজি করে পাওয়া যায় নাই। ১১/০৮/২০১৬ ইং তারিখ মাইকিং করা হয় ইউনিয়নের সমস্ত গ্রামে ও পার্শবর্তী

কালিগঞ্জ থানায়। ১৬/০৮/২০১৬ ইং তারিখ পার্শ্ববর্তী গ্রাম মির্জাপুর গ্রামে একটি লাশ পাওয়া যায় মর্মে তারা সংবাদ পান। সেখানে আবেরুননেছা (পি. ডব্লিউ-১), তিনি (পি. ডব্লিউ-৬), শিমুল হোসেন (পি. ডব্লিউ-৪) এবং লতিফ (পি. ডব্লিউ-৩) যান। ঘটনা সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে। ভিকটিমকে পি. ডব্লিউ-১ সনাক্ত করে। আনুমানিক আধা ঘন্টা পর পুলিশ এসে সেখানে সুরতহাল করে। সন্ধ্যা ৮/ ৮.৩০ টার দিকে থানায় লাশ নিয়ে যায়। পরদিন ১৭/০৮/২০১৬ ইং তারিখ মাথা পাওয়া যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে মাথা পায়। থানায় মাথা নিয়ে যায়। ১৭/০৮/২০১৬ ইং তারিখ দাফন করা হয়। ১৭/০৮/২০১৬ ইং তারিখ কেস হয়। ৩/৪ দিন পরে লিপুর (পি. ডব্লিউ-২) চায়ের দোকানে যান। সেখানে চা খান। লিপু বলে যে ৪ জন সোলেমান (রেসপনডেন্ট নং-২), আবুল বাশার (রেসপনডেন্ট নং-৩), বাবু (রেসপনডেন্ট নং-৪), আজহারুল ইসলাম, ইউসুফ @ শামিম বুড়ো (রেসপনডেন্ট নং-৫) একত্রে মারুফের চোখমুখ বেধে নিয়া যায়। ১৪/১০/২০১৬ ইং তারিখ আজাহারুল ইসলাম শামিমের শশুর বাড়ী বসে সিআইডি তার (শামিম) নিকট থেকে মারুফের (ভিকটিম) মোবাইল ফোন উদ্ধার করে তা আইও এর কাছে জানতে পারেন। হযরত আলী তার ৪ ভাই বোনের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেয়। হযরত আলী অনেক মামলায় ১ নং আসামী। আসামীরা ডকে উপস্থিত আছে।

শামিম বাদে উপস্থিত সকল আসামী পক্ষে জেরায় এই স্বাক্ষী (পি. ডব্লিউ-৬) বলেন যে, আসামী হযরত আলী তার গ্রাম সুবাদে মামা। হযরত আলী তার বিরুদ্ধে একটি চাঁদাবাজির মামলা করেছিল। তিনি সিআইডির নিকট জবানবন্দি দিয়েছেন। ৩০/০৪/২০১৭ ইং তারিখ জবানবন্দি দিয়েছেন কিনা স্মরন নাই। মারুফের মা (পি. ডব্লিউ-১) লাশ সনাক্ত করে এ কথা পুলিশের নিকট বলেন নাই মর্মে কথা সত্য নহে। এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, আজকে আদালতে যে কথা বলেছেন তা সব মিথ্যা, ঐটা মারুফের লাশ মর্মে কথা সত্য নহে, লাশ পচা, পোকায় ধরা ছিল বলে সনাক্ত সম্ভব ছিল না, মিথ্যা

সাক্ষ্য দিয়েছেন, মারুফ নিখোঁজ আছে, কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত সাজেশানসমূহ অস্বীকার করেন।

আসামী শামিমের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, বাদীনির বাড়ী থেকে তার বাড়ী ১০০ গজ দূরে। বাদী তার (পি. ডব্লিউ-৬) খালাতো ভাইয়ের স্ত্রী, তিনি ভাসুর। তিনি (পি. ডব্লিউ-৬), আবিরুন নেছা (পি. ডব্লিউ-১), আঃ লতিফ (পি. ডব্লিউ-৩) ও শিমুলের (পি. ডব্লিউ-৪) সাথে ঘটনাস্থলে যান। তারা ২০/২৫ জন ছিলেন। ঐ দিন বৃষ্টি ছিল। তারা যান ৬.২০ মিনিটে। সুরতহাল ঘটনাস্থলে হয়। শামিম বিবাহিত। তার (শামিম) শশুরের নাম জাহাঙ্গির। তিনি মারুফের মোবাইল দেখেছেন। কখন কিনেছে জানেন না। ঘটনার এক/দেড় মাস আগে দেখেছেন। ঐ মোবাইল দিয়া তার সাথে কখনও আলাপ হয়নি। মারুফের মোবাইল নম্বর তার জানা নাই।

এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, শামিমের শশুর বাড়ি থেকে মারুফের মোবাইল ফোন উদ্ধার হয় নাই, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন, কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেন।

পি.ডব্লিউ-৭, মোঃ বরকত আলী তার জবানবন্দীতে বলেন যে, ঘটনা ১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ। পরের দিন মাইকিং করে। তিনি (পি. ডব্লিউ-৭) একজন ইউপি সদস্য। ১৬/০৮/২০১৬ ইং তারিখ চৌকিদার জানায় যে, একটি লাশ পাওয়া গেছে। পুলিশ আসে। মাঠের মধ্যে বাগানে লাশ পায়। তিনি একটি লাশ দেখেন, লাশ চেনা যায় না। পুলিশ লাশ নিয়ে যায়। ১৪/১০/২০১৬ ইং তারিখ তিনি পুলিশের নিকট জবানবন্দি দেন। জাহাঙ্গীরের বাড়ীতে পুলিশ যেতে বলে। যেয়ে দেখেন যে ইউসুফ রেসপনডেন্ট নং-৫) মাইক্রোর মধ্যে বসে আছে। সিআইডি বলে একটি টাচ ফোন পেয়েছে। জব্দ তালিকা করে সেই জব্দ তালিকায় তিনি স্বাক্ষর করেন। ১৪/১০/২০১৬ ইং তারিখের জব্দ তালিকা এবং উহাতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা প্রদর্শনী-৫ ও ৫/১ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এইরুপ

একটি টাচফোন জব্দ করেছে। ফোনটা নাকি মারুফের (ভিকটিমের) নিকট ছিল। শামিমের (রেসপনডেন্ট নং-৫) শ্বশুর জাহাঙ্গির তার (পি. ডব্লিউ-৭) বন্ধু। জাহাঙ্গিরের সাথে যশোর সিআইডি অফিসে গিয়ে দেখেন শামিম সিআইডি অফিসে হেলান দিয়া দেওয়ালে দাড়িয়ে আছে। শামিম বলেছে যে, তাকে আটকিয়ে রেখে সন্ধার দিকে মাঠে নিয়ে গিয়াছে। আসামীরা শামিমকে ভয় দেখিয়ে বলে যে, ‘‘তুই প্রথমে মারুফকে কোপ দে’’। কে মেরে ফেলেছে তা তাকে বলে নাই। তিনি (পি.ডব্লিউ-৭) জিজ্ঞাসা করেন ফোন কোথায় পেলি। শামিম (রেসপনডেন্ট নং-৫) বলে আসামীরা তাকে দিয়াছে। আসামী সোলেমান, বাশার, হযরত আলী আজকে আদালতে উপস্থিত আছে।

শামিম বাদে সকল উপস্থিত আসামীর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-৭) বলেন যে, শামিমকে আটক করেছিল সলেমান, হযরত সহ অন্যান্য আসামীরা। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট তিনি কোন জবানবন্দি দেননি।

আসামী শামিমের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, মোবাইল সেট ১৬/০৮/২০১৬ ইং তারিখ মাঠের মধ্যে পাওয়া যায় মর্মে কথা সিআইডির নিকট বলেছেন। আদালতে উপস্থিত উদ্ধারকৃত মোবাইল ফোনটি কালো। জব্দ তালিকায় মোবাইলের রং লেখা গ্রীন মর্মে কথা সত্য নহে। সিআইডি তাকে মোবাইল বারান্দায় দাড়িয়ে দেখিয়েছিল। এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, শামিমের নিকট থেকে কোন মোবাইল উদ্ধার হয় নাই, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেন।

পি.ডব্লিউ-৮, হাসেম আলী তার জবানবন্দীতে বলেন যে, মারুফ (ভিকটিম) নামের ছেলেটা প্রায় ৩ বৎসর হয় নিখোঁজ। তারপর মাইকিং করে। তার ৬ দিন পরে তারা (এই সাক্ষী সহ) খেজুর বাগানে একটি লাশ পান। পাশে একটি আলু ক্ষেত আছে। গন্ধ পেয়ে এগিয়ে দেখেন একটি লাশ। তিনি ভয়ে চিৎকার করেন। অনেক লোক আসে। আবিরুনকে (পি. ডব্লিউ-১) লোকজন খবর দেয়। আবেরুন লোকজন নিয়া এসে বলে যে, ঐটা তার

ছেলের লাশ। আনুমানিক ২ মাস পরে তাদের গ্রামের জামাই শামিমের (রেসপনডেন্ট নং-৫) শশুর বাড়ীতে একটি মোবাইল পায়। শামিমের কাছে পুলিশ জিজ্ঞাসা করে যে, মোবাইল কোথায় পেয়েছে। সে (শামিম) বলে সলেমান (রেসপনডেন্ট নং-২), বাশারের (রেসপনডেন্ট নং-৩) নিকট পেয়েছে। শামিম (রেসপনডেন্ট নং-৫) সিআইডির নিকট আসামীদের নাম বলে। শামিম বলে যে, তার সাথে বাশার (রেসপনডেন্ট নং-৩), সলেমান (রেসপনডেন্ট নং-২) ছিল। ইউসুফ, সলেমান ও বাশার আজকে আদালতে আছে।

আসামী শামিম বাদে বক্রী উপস্থিত আসামীদের পক্ষে জেরায় এই স্বাক্ষী (পি. ডব্লিউ-৮) বলেন যে, তারা (পি. ডব্লিউ-৮) দুই ভাই হাসেম আলী ও কাশেম আলী। তার ও ভাইয়ের খেজুর ও মেহগিনি বাগান আছে। লাশ পাওয়া যায় তার বাগানের ১০ হাত পরে। লাশ দেখে তিনি চিৎকার দিলে গ্রামের লোকজন এসেছিল। এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, শামিম বলে নাই যে মোবাইল সলেমান ও বাশারের কাছে পায় এবং শামিম সলেমান ও বাশারের নাম বলে নাই এবং তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছেন কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেন।

আসামী শামিমের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, মারুফ হারিয়ে যাওয়ার ৬ দিন পরে মাঠের ঐ বাগানে যান সন্ধ্যার একটু আগে। আবেরুনের বাড়ী থেকে তার (পি. ডব্লিউ-৮) বাগান ১/ ১.৫ কিলোমিটার দুরে। আবেরুনরা আলম সাধুতে (যান্ত্রিক ভ্যান) করে ঘটনাস্থলে আসে। আধাঘন্টা বাদে পুলিশ আসে। এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশন দেয়া হয় যে, শামিমের নিকট হতে কোন মোবাইল ফোন উদ্ধার হয় নাই এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেন।

State defence পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ কৌশলী উপরোক্ত জেরা Adopt করেন।

পি.ডব্লিউ-৯, শরিফুল ইসলাম তার জবানবন্দীতে বলেন যে, যে খুন হয়েছে তার নাম মারুফ (ভিকটিম)। ৩ বছর আগের ঘটনা। মির্জাপুর মাঠে মেহগিনি বাগানে সন্ধ্যার

দিকে লাশটি পাওয়া যায়। নিখোঁজ হওয়ার ৬ দিন পরে লাশটি পাওয়া যায় খন্ড খন্ড অবস্থায়। মারুফের মাকে (পি. ডব্লিউ-১) তিনি চিনেন। কারন সে (পি. ডব্লিউ-১) নির্বাচনে দাড়িয়েছিল। আবিরুন নেছা ঘটনাস্থলে এসেছিল। ঘটনার ২ মাস পরে একটি ফোন পাওয়া যায় জাহাঙ্গিরের জামাইয়ের কাছে, তার নাম ইউসুফ (রেসপন্ডেন নং-৫)। জাহাঙ্গিরের বাড়ী হতে পাওয়া যায়। তার (পি. ডব্লিউ-৯) সামনে ফোন উদ্ধার হয়। ইউসুফ (রেসপনডেন্ট নং-৫) একটি মোবাইল দেখায় তাকে (পি. ডব্লিউ-৯)। হযরত (রেসপনডেন্ট নং-৬), সোলেমান (রেসপনডেন্ট নং-২), বাশার (রেসপনডেন্ট নং-৩), বাবু (রেসপনডেন্ট নং-৪) সেই মোবাইল ইউসুফকে (রেসপনডেন্ট নং-৮) দিয়েছে বলে। মোবাইলের জব্দ তালিকায় তিনি (পি. ডব্লিউ-৯) স্বাক্ষর করেন। যার কাছে মোবাইল পাওয়া যায় সে আদালতে উপস্থিত আছে। আসামী বাবু আদালতে উপস্থিত নাই। এই সাক্ষী জব্দ তালিকা এবং এতে তার স্বাক্ষর সহ জব্দকৃত মোবাইল ফোনটি সনাক্ত করেন যা যথাক্রমে প্রদর্শনী ৫, ৫/২ ও বস্তু প্রদর্শনী ১/২ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

শামিম বাদে বক্রী উপস্থিত সকল আসামী পক্ষে জেরায় এই স্বাক্ষী (পি. ডব্লিউ-৯) বলেন যে, তিনি তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট ২ মাস পরে সাক্ষ্য দিয়েছেন। জাহাঙ্গিরের বাড়ী থেকে জাহাঙ্গিরের জামাইয়ের নিকট থেকে ফোন পাওয়া যায় কথা পুলিশের নিকট বলেন নাই মর্মে কথা সত্য নহে। হযরত, বাশার, বাবু মোবাইল ইউসুফকে দিয়েছে কথা পুলিশের নিকট বলেন নাই মর্মে কথা সত্য নহে। তিনি তার স্ত্রী হত্যা মামলায় জেল খেটেছেন কথা সত্য। বাদীর সাথে যারা এসেছিল তাদের চিনেন না। এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, আবেরুননেছার পক্ষে তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেন।

আসামী শামিমের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তার বাড়ী ও জাহাঙ্গিরের (আসামী শামীমের শশুর) বাড়ী একই গ্রামে। তার বাড়ী থেকে জাহাঙ্গিরের বাড়ী ১০০/২০০

গজ দূরে। তার বাড়ী এবং জাহাঙ্গিরের বাড়ীর মধ্যে অন্য কোন বাড়ী নাই। জাহাঙ্গিরের ৩/৪ ভাই। ৩/৪ জন পুলিশ গাড়ীতে করে আছরের আধা ঘন্টা আগে এসেছিল। জাহাঙ্গিরের বাড়ীতে পুলিশ দেখে তিনি এসেছিলেন। পুলিশ পৌছার এক ঘন্টা পর তিনি আসেন। তিনি একাই জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর করেন। এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, জাহাঙ্গিরের জামাইয়ের নিকট থেকে মোবাইল উদ্ধার হয় নাই, তার সামনে ফোনটি উদ্ধার হয় তা পুলিশের নিকট বলেননি কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেন।

পি.ডব্লিউ-১০, মোঃ হুমায়ুন কবির তার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে ১৫/১০/২০১৬ ইং তারিখে যশোর জেলায় কর্মরত থাকাকালীন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ওয়াহিদুল ইসলাম আসামী মোঃ আজাহারুল ইসলাম @ শামিম @ ইউসুফ এর স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার আবেদন করেন এবং আসামীকে তার (পি. ডব্লিউ-১০) সম্মুখে উপস্থাপন করেন। জবানবন্দির সাথে ৫ নং কলামে বর্ণিত বিষয় সমূহ আসামীকে অবগত করিয়ে আসামীকে চিন্তাভাবনা করার জন্য তার (পি. ডব্লিউ-১০) কোর্ট পিয়ন রুহুল আমিন এর কাছে ৩ ঘন্টা সময় প্রদান করেন। ৩ ঘন্টা সময় প্রদান শেষে আসামীর দোষ স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দি প্রদানে ইচ্ছা হওয়ায় তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় এবং ৩৬৪ ধারা মোতাবেক লিপিবদ্ধ করেন। জবানবন্দি গ্রহন শেষে আসামীকে পড়ে ব্যাখ্যা করে শুনান। আসামী সেদিন শুদ্ধ স্বীকারে তার সম্মুখে ৯ টি স্বাক্ষর করে। উক্ত জবানবন্দির ফরমে তিনিও ৯ টি স্বাক্ষর প্রদান করেন। ১৫/১০/২০১৬ ইং তারিখের জবানবন্দি ফরম ও বর্ননা এবং এতে তার ও আসামীর সাক্ষর সমূহ এই সাক্ষী সনাক্ত করেন যা যথাক্রমে প্রদর্শনী ৬, ৬/১, ৬/৯ এবং ৬/১০-১/১৯ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামী শামিম এর পক্ষে জেরায় এই স্বাক্ষী (পি. ডব্লিউ-১০) বলেন যে,শামিম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, শশুর বাড়ী যাওয়ার পথে সরফরাজপুর বাজারে মারুফকে চায়ের

দোকানে বসে থাকতে দেখে একথা লেখা আছে। তিনি (শামিম) ঘটনার সময় সাইকেলে যাচ্ছিলেন লেখা আছে। তিনি (শামিম) ঘটনা দেখেন লেখা আছে। শাহদাতের মুদির দোকানের সামনে কাদা ছিল একথা লেখা আছে। তিনি (শামিম) সাইকেলে যাওয়ার সময় কাদায় আটকে গেলে সোলেমান (রেসপন্ডেট নং২) তাকে (শামিম) ধরে ফেলে লেখা আছে। তারা তার (শামিম) সাইকেল কেড়ে নিয়ে তালা মেরে রাখে কথা লেখা আছে। শাহদাতের দোকানের সামনে হযরতের (রেসপনডেন্ট নং ৬) একটি ঘর আছে, মারুফ এবং তাকে তারা ঐ ঘরে নিয়ে যায় একথা লেখা আছে। তাকে পাশের অন্য একটি ঘরে আটকে রাখে একথা লেখা আছে। জাহাঙ্গিরের দোকানের সামনে দিয়া তাদের মাঠের দিকে নেওয়ার সময় চায়ের দোকানদার লিপু (পি. ডব্লিউ-২)দেখে ফেলে একথা লেখা আছে। তাদেরকে মির্জাপুর মাঠের এক বাগানের ভিতর নিয়ে যায় কথা লেখা আছে। তাকে শামিম বলে ‘‘কোপ না মারলে তোকে জানে মেরে ফেলবো’’ একথা লেখা আছে। সবাই মিলে তাকে বাসায় ফিরে যেতে বলে একথা লেখা আছে। ঘটনার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একজন বোবা ব্যক্তি তাদেরকে অনুসরন করে একথা লেখা আছে।

এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, তিনি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ও ৩৬৪ ধারার বিধান পালন করে জবানবন্দি রেকর্ড করেননি, ফুটনোটে explain করার কথা বলা নাই, জবানবন্দিটি ইনকালপেটরি নয়, কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেন।

শামিম বাদে বক্রী সকল উপস্থিত আসামী পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-১০) বলেন যে, কত তারিখে শামিমকে গ্রেফতার করে তা লেখা নাই। ১৫/১০/২০১৬ ইং তারিখ তিনি স্টেটমেন্ট রেকর্ড করেন। ১৪/১০/২০১৬ ইং তারিখ থেকে ১৫/১০/২০১৬ ইং তারিখ পর্যন্ত আসামী Police Custody তে ছিল। স্টেটমেন্ট লেখা কখন শুরু করেন তা স্টেটমেন্ট এ লেখা নাই। স্টেটমেন্ট কখন লেখা শেষ করেন তা লেখা নাই। আসামীকে তার

কাছে তদন্তকারী কর্মকর্তা বেলা ২.৩০ টায় সময় Produce করেছিল, পরে বলে কোর্টে নিয়ে আসে ২.৩০ টায় সংশ্লিষ্ট সিআইডির নিকট উপস্থাপন করেন।

State defence পক্ষে উক্ত জেরা Adopt করা হয়।

পুন: জবানবন্দিতে এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-১০) বলেন যে, তিনি ১৫/১০/২০১৬ ইং তারিখ আসামী আজাহারুল ইসলামের দোষ স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দি রেকর্ড শেষে সাক্ষী মোঃ লিপুর (পি. ডব্লিউ-২) জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬৪ ধারার বিধান মতে লিপিবদ্ধ করেন। জবানবন্দি গ্রহন শেষে সাক্ষী স্বাক্ষর প্রদান করে তার সম্মুখে। তিনি নিজেও স্বাক্ষর করেন। ১৫/১০/২০১৬ ইং তারিখের সেই জবানবন্দি সনাক্ত করেন যা প্রদঃ ৩ এবং তার স্বাক্ষর প্রদঃ ৩/২ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

শামিম বাদে সকল উপস্থিত আসামীর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-১০) বলেন যে, লিপুকে (পি. ডব্লিউ-২) তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়ে আসছিল কিনা স্মরণ নাই। আজহারুল ইসলামকে (রেসপনডেন্ট নং-৫) সি, ডাবলু মুলে জেল হাজতে প্রেরন করেছেন। আজাহারের জবানবন্দি লেখার সময় লিপু কার custody তে ছিল তা লেখা নাই। লিপুর স্টেটমেন্ট কখন লেখা শুরু করেন কখন শেষ করেন তা লেখা নাই। লিপুকে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে দিয়া দেন। কার চোখ বেধে নিয়া যায় তার নাম লেখা নাই। লিপু কাকে জিজ্ঞাসা করে এবং কে লিপুকে চুপ থাকতে বলে তার নাম নাই।

State defence পক্ষে উক্ত জেরা Adopt করা হয়।

পি.ডব্লিউ-১১, মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান তার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি এস আই হিসাবে বর্তমানে টাংগাইল জেলায় কর্মরত আছেন। তিনি ১১/০৮/২০১৬ ইং তারিখ চৌগাছা থানায় ডিউটি অফিসার হিসাবে কর্মরত থাকাকালে মোসাঃ আবেরুন নেছা (পি. ডব্লিউ-১) থানায় হাজির হয়ে সাধারন ডাইরী করার আবেদন করে লিখিত আবেদনে জানায় যে, ইং ১০/০৮/২০১৬ তারিখ সকাল অনুমান ৯.১০ ঘটিকায় তার ছোট ছেলে মোঃ মারুফ (১৩)

সরফরাজপুর বাজারে যাচ্ছে বলে বাড়ী হতে বের হয়ে আর বাড়ী ফিরে নাই। তার (পি. ডব্লিউ-১) আবেদনের প্রেক্ষিতে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে রাজি করিয়ে চৌগাছা থানায় একটি নিখোঁজ সাধারন ডাইরী হয়। পরবর্তীতে ১৬/০৮/২০১৬ ইং তারিখ ১৮.১৫ ঘটিকার সময়ে একটি সংবাদ পাওয়া যায় যে, চৌগাছা থানাধীন কান্তি মৌজাস্থ জনৈক হাসেম আলীর (পি. ডব্লিউ-৮) খেজুর ও মেহগিনি বাগানের মধ্যে একটি মাথাবিহীন হাত পা কাটা লাশ পড়ে আছে। সংবাদ পেয়ে তিনি (পি. ডব্লিউ-১১) সংগীয় ফোর্স সহ ঘটনাস্থলে যান। বাদীনি (পি. ডব্লিউ-১) তার বড় ছেলে ও আত্নীয় সহ সেখানে যায়। তিনি (পি. ডব্লিউ-১১) লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। চালানে তার স্বাক্ষর আছে। কং/৫৩২ মোঃ নুরুল ইসলামকে (পি. ডব্লিউ-১৪) দিয়া লাশ ময়না তদন্তের জন্য যশোর ২৫০ বেড হাসপাতালে প্রেরণ করেন। এই সাক্ষী উক্ত সুরতহাল এবং লাশের চালান এবং এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা যথাক্রমে প্রদর্শনী ২ও ২/৪ এবং ৭ ও ৭/১ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী তার জবানবন্দিতে পুনরায় বলেন যে, তারপর বাদীনি থানায় যায় এবং এজাহার দেয়। ওসি সাহেব মামলা রুজু করে তদন্তভার তার (পি. ডব্লিউ-১১) উপর অর্পন করলে তিনি ঘটনাস্থলে যান এবং ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র ও সূচিপত্র অংকন করেন। এই সাক্ষী খসড়া মানচিত্র ও এতে তার স্বাক্ষর, সূচিপত্র এবং এতে তার স্বাক্ষর জব্দ তালিকা এবং এতে তার স্বাক্ষর এবং উদ্ধারকৃত প্যান্টের অংশ সনাক্ত করেন যা যথাক্রমে প্রদর্শনী ৮, ৮/১, ৯, ৯/১, ১০, ১০/১ এবং বস্তু প্রদর্শনী (V) হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এই সাক্ষী তার জবানবন্দিতে আরও বলেন যে, লাশটি মারুফের মা (পি. ডব্লিউ-১) নিজেই সনাক্ত করেন। তিনি (পি. ডব্লিউ-১১) আসামী টুটুলকে প্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করেন। আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আবেদন করেন। ৩ দিনের জন্য জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি পান। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আসামীদ্বয়কে পুনরায় জেল হাজতে প্রেরণ করেন। ভিকটিমের ব্যবহৃত মোবাইলের CDR চেয়ে আবেদন করে CDR প্রাপ্ত হন। মামলাটি সিআইডিতে হস্তান্তরের

আদেশ হলে তিনি তদন্তের কাগজ CID কে দেন। ১৮/০৮/২০১৬ ইং তারিখ ২ জন সাক্ষীর জবানবন্দি ১৬১ ধারায় লিপিবদ্ধ করেন। এই সাক্ষী উক্ত CDR সনাক্ত করেন যা প্রদর্শনী ১১ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হল।

আসামী শামিম বাদে উপস্থিত সকল আসামীর পক্ষে এই স্বাক্ষী (পি. ডব্লিউ-১১) জেরায় বলেন যে, কত তারিখ ও কত নম্বর Missing ডাইরি করা হয়েছিল তা মামলার তদন্ত রিপোর্টে লেখা নাই। মিসিং ডাইরি তার নামে এনডোর্স ছিল। মিসিং ডাইরির উপর তদন্ত শুরু করেছিলেন। কত তারিখ থেকে মিসিং তদন্ত শুরু করেন এই বিষয়ে নোট নাই। মিসিং ডাইরির তদন্তের বিষয়ে কোন রিপোর্ট CID এর নিকট দেন নাই। জব্দ তালিকার তারিখ ১৮/০৮/২০১৬ ইং স্থান চৌগাছা থানার SI দের Office কক্ষ। তার নিকট কে উপস্থাপন করে তা জব্দ তালিকায় উল্লেখ নাই। জব্দ তালিকায় ২ জন সাক্ষী ছিল। তিনি এজাহার পর্যালোচনা করেছেন। Prescrived ফরমে লেখা আছে ঘটনাস্থল হাসেম আলীর খেজুর এবং মেহগিনি বাগান। মেহগিনি বা খেজুর বাগানের কোন ছবি অংকন করেন নাই। ঘটনাস্থলে তিনি ১৮/০৮/২০১৬ ইং তারিখ একবারই যান। তার সাথে সংগীয় ফোর্স ছিল। লাশটি পচা, গলিত ও পোকায় ধরা অবস্থায় মাথা বিহীন ছিল। সনাক্ত করনের কোন চিহ্ন তিনি পান নাই। সুরতহালের বর্ননায় পোষাকের কথা লেখা নাই। সুরতহালের মধ্যে কোন মালামালের নাম নাই। সাক্ষী সুমাইয়া বাদীর মেয়ে। মেহেদী বাদীর পুত্র। লাশ সনাক্ত করনের জন্য DNA Test এর জন্য Note লিখেছেন। DNA সংরক্ষন করা প্রয়োজন বলে লিখেছেন। তিনি DNA Test করানোর কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেন নাই। মোঃ হাবিবুর রহমান এবং আঃ লতিফের জবানবন্দি তিনি ১৮/০৮/২০১৬ ইং তারিখ ঘটনাস্থলে লিপিবদ্ধ করেন। মারুফের মা লাশ দেখে বলে এইটি তার ছেলে তা ১৬১ ধারার জবানবন্দিতে লেখা নাই। ঘটনার ২/৩ মাস পরে লিপু বলে নাই যে, তার দোকানের সামনে মারুফের মুখ বাধা অবস্থায় হযরত, সোলেমান নিয়ে যায়।

আসামী শামিমের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-১১) বলেন যে, সুরতহাল ১৬/০৮/২০১৬ ইং তারিখ লেখা শুরু করেন। চৌগাছা থানার জিডি নং ৬৪২ উহা বাদীনির জিডি নয় উহা তার জিডি নম্বর। সুরতহাল প্রস্তুতের সময় উল্লেখ নাই। তিনি ঘটনাস্থলে যেয়ে বাদীনি ও তার ছেলে সহ অন্যান্য লোক দেখেন। ১৮.৩৫ টায় ঘটনাস্থলে পৌছে ৩/৪ ঘন্টা ছিলেন। ৩/৪ ঘন্টা পরে মাথাটি পান, লাশের ৭/৮ হাত দূরে মাথাটা পান। এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, ঘটনাস্থলে পৌছার ৩/৪ ঘন্টার মধ্যে মাথা পান নাই, সুরতহাল প্রস্তুতের সময় মাথা পাওয়ার কথা লিখেন নাই, পরে উহা লিখিয়া দিয়াছেন কিন্তু উক্ত সাজেশান তিনি অস্বীকার করেন।

এই সাক্ষী তার জেরায় পুনরায় বলেন যে, সুরতহাল প্রস্তুত করার স্বাক্ষর তারিখ ১৮ কেটে ১৭ করা আছে মর্মে কথা সত্য। সুরতহাল লেখা শুরু ১৬/০৮/২০১৬ শেষ করেন ১৭/০৮/২০১৬ তারিখ। ১৭/০৮/২০১৬ ইং তারিখ সুরতহাল লেখা শেষ করেন কখন তা লেখা নাই। CDR করেছেন ভিকটিম মারুফের মোবাইলের। আসামী টুটুল মারুফের মোবাইলের CDR করেছেন উহার নম্বর ০১৭৬৭৬৯৫৪৫৪। ভিকটিমের মা বলেছে যে ঐ নম্বরটি মারুফের (ভিকটিম)। সিমের রেজিস্ট্রেশন নম্বর কার বলতে পারেন না। সেটের IME নম্বর বলতে পারবেন না। সিমের Bio মেট্রিকস প্রিন্ট জানেন নাই।

এই সাক্ষী তার পুন জবানবন্দিতে বলেন যে, ১১/০৮/২০১৬ ইং তারিখের Missing Report দরখাস্ত আদালতে আছে এবং তিনি উক্ত Report সনাক্ত করেন যা প্রদর্শনীঃ ১২ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামী শামিমের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, লাশ পাওয়া যায় জিডির উপর, সুরতহাল করেছেন GD এর ভিত্তিতে।

State defence পক্ষে উপরোক্ত জেরা adopt করা হয়।

পি.ডব্লিউ-১২, এম মশিউর রহমান তার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি ওসি, শার্শা থানা, যশোর। ১৬/০৮/২০১৬ ইং তারিখ যশোর জেলার চৌগাছা থানায় ওসি হিসাবে কর্মরত থাকাবস্থায় এই মামলার বাদী মোসাঃ আবেরুন নেছা (পি. ডব্লিউ-১) ১৭/০৮/২০১৬ ইং তারিখ থানায় একটি ডাইরি করে জানায় যে, তার ছোট ছেলে মারুফ ইং ১১/০৮/২০১৬ তারিখ বাড়ী হতে বাজারের উদ্দেশ্যে বের হয়ে নিখোঁজ রয়েছে। পরে বলেন যে ১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ হতে নিখোজ ১১/০৮/২০১৬ ইং তারিখ নিখোঁজ বিষয়ে একটি সাধারন ডায়রি করা হয়। পরবর্তীতে১৭/০৮/২০১৬ ইং তারিখ বাদী মোসাঃ আবেরুন নেছা তার ছেলে নিহতের বিষয় আসামী মোঃ টুটুল মন্ডল সহ ৭ জনকে এজাহারনামীয় এবং অজ্ঞাতনামা আসামীর বিরুদ্ধে কম্পিউটার টাইপকৃত এজাহার দায়ের করলে তিনি (পি. ডব্লিউ-১২) OC হিসাবে FIR কলাম পূরন করে চৌগাছা থানার মামলা নং-১১ তারিখ ১৭/০৮/২০১৬ ইং ধারা ৩০২/৩৪/২০১ রুজু করেন এবং মামলাটি SI মোঃ ওয়াহিদুজ্জামানকে (পি. ডব্লিউ-১১) তদন্ত ভার অর্পন করেন। এই সাক্ষী এজাহার ফরম এবং এতে তার সাক্ষর সনাক্ত করেন যা যথাক্রমে প্রদর্শনী ১৩, ১৩/১-২ এবং এজাহারে ১ টি সাক্ষর প্রদর্শনী ১/২ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামী শামিম বাদে উপস্থিত বক্রী আসামী পক্ষে জেরায় এই স্বাক্ষী (পি. ডব্লিউ-১২) বলেন যে, জিডি হওয়ার সময় তিনি থানায় ছিলেন। জিডি যে পুলিশ অফিসার রেকর্ড করেছেন তার নাম এই মুহুর্তে মনে নাই। জিডি তদন্তের জন্য এস আই ওয়াহিদুজ্জামানকে দায়িত্ব দিয়েছেন। জিডির তদন্ত তিনি তদারকি করেছেন। জিডির কোন তদন্ত রিপোর্ট এই মামলার সাথে সন্নিবেশ করেন নাই। ১১/০৮/২০১৬ ইং তারিখে জিডির কথা বাদি ১৭/০৮/২০১৬ ইং তারিখ এজাহারে বলে নাই। এজাহার তিনি (পি. ডব্লিউ-১২) পড়েছিলেন। FIR করার আগে সুরতহাল হয়েছিল। জিডির তদন্তকারী দারোগা মামলার তদন্তভার পান। সুরতহাল এই মামলার তদন্তের অংশ। বাদীর জিডির রেফারেন্সে সুরতহাল

করেন নাই, সরকারী জিডির রেফারেন্সে সুরতহাল করেছেন। এজাহারে বাদী বলেছে যে, সে লাশ দেখে তার পুত্র মারুফের বলে চিনেছেন কিন্তু কি দেখে চিনেছেন তা বলে নাই। এজাহারে লাশটি গলা থেকে মাথা পর্যন্ত এবং পা থেকে শরীর পর্যন্ত অংশ পচে গলে গেছে কথা এজাহারে লেখা আছে। FIR ফরম তার নিজের হাতের লেখা না। লাশটি হাসেম আলীর মেহগিনি বাগানে পাওয়া যায় তা বলা আছে। এজাহার বাদী টাইপ করে নিয়ে এসেছিল।

আসামী শামিমের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, মারুফ নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে জিডির মাধ্যমে প্রথম তথ্য পান। জিডিটি তদন্তে দেয়ার পূর্বে তিনি উহা নিজে পড়ে দেখেছেন ও পর্যালোচনা করেছেন। জিডিতে মারুফের পরনে জলপাই রংয়ের শার্ট এবং মেহেদী রংয়ের থ্রি কোয়ার্টার প্যান্টের কথা লেখা আছে। মারুফ নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে জিডির মাধ্যমে প্রথম তথ্য পান। মারুফের ভাই মারুফকে কবে মোবাইল করেছে তা লেখা নাই। এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশন দেয়া হয় যে, জিডিতে লেখা নাই যে, মেক্সিমাস মোবাইল ফোন মারুফের কাছে ছিল এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেন।

পি.ডব্লিউ-১৩, ডাক্তার কাজল মল্লিক তার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল যশোরে কর্মরত ছিলেন। মৃত মারুফ হোসেন বয়স ১৩ এর লাশ যশোর সদর হাসপাতাল মর্গে আসে। তিনি ১৭/০৮/২০১৬ ইং তারিখ ৪.৩০ মিনিটে ময়না তদন্ত করে যা পেয়েছেন তা নিম্নরুপ:

Portion of neck and head separated from the body, Right lower leg from the knee was absent. Sculp was totally decomposed and the sculp was exposed separated from the neck right and left lung was decomposed rips are exposed no skin in face, stomack was decomposed and filled with liquid, lever spen

and kidney decomposed genital organ was decomposed, right hand separated from shoulder, left lower leg lacerated wound with decomposed.

Opinion: Due to highly decomposed body cause and nature of death could not given.

এই সাক্ষী উক্ত ময়না তদন্ত প্রতিবেদন এবং এতে তার সাক্ষর সনাক্ত করেন যা যথাক্রমে প্রদর্শনী ১৪ ও ১৪/১ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামী শামিম বাদে উপস্থিত বক্রী আসামী পক্ষে জেরায় এই স্বাক্ষী (পি. ডব্লিউ-১৩) বলেন যে, পোস্টমর্টেম পরীক্ষার সময়ে সিভিল সার্জন উপস্থিত ছিল না। লাশটি যে মারুফের তা কনস্টেবল নুরুল ইসলামের ভাষ্যমতে। বডিটা অতিমাত্রায় পচা ছিল তাই উৎঘাটন করতে পারেন নাই যে কি কারনে মারা গেছে। পোস্টমর্টেম করার আগে সুরতহাল দেখেছেন। সুরতহালে লেখা আছে সম্পুর্ন পচা মাথাবিহীন। পচে পোকা ধরেছে কথা সুরতহালে লেখা আছে। লাশের DNA করার জন্য তার কাছে যায় নাই।

আসামী শামিমের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, লাশের চালান ছিল না। চোখ নাক ছিল না, কিছুই ছিল না কথা সত্য। বয়স নির্নয় করার জন্য তিনি কোন পরীক্ষা করেন নাই। এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, লাশটি পুরুষ কি মহিলার তা সনাক্ত করা যায় নাই কিন্তু তিনি উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেন।

পি.ডব্লিউ-১৪, মো নুরুল ইসলাম তার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি বর্তমানে যশোর জেলার চৌগাছা থানায় কর্মরত আছেন। গত ১৬/০৮/২০১৬ ইং তারিখ এস আই অহিদুজ্জামানের (পি. ডব্লিউ-১১) সাথে চৌগাছা থানা এলাকায় জরুরী ডিউটিতে নিয়োজিত ছিলেন। সন্ধ্যা অনুমান ৬.১৫ টার সময় থানায় সংবাদ আসে যে, হাত পা কাটা মস্তক বিচ্ছিন্ন একটি লাশ সরফরাজপুর কুন্ডিঘানি মেহগিনি বাগান ও খেজুর বাগানে দেখতে পাওয়া গেছে।

এস আই অহিদুজ্জামানের সাথে অন্যান্য পুলিশ অফিসার ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পি. ডব্লিউ-১ ভিকটিমের লাশ সনাক্ত করে। মামলার বাদী আবেরুননেছার (পি. ডব্লিউ-১) সনাক্ত মতে হাত পা কাটা মস্তক বিচ্ছিন্ন লাশ উদ্ধার হয়। বাদীনি বলেন যে, লাশটি তার ছেলে মারুফ (১৩) এর লাশ। লাশের পরনে ছিল থ্রি কোয়াটার গ্যভার্ডিন প্যান্ট, রং ছিল এ্যাশ কালার। অহিদুজ্জামান লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন। ১৭/০৮/২০১৯ ইং তারিখ তিনি (পি. ডব্লিউ-১৪) চালানমতে লাশ পোষ্টমর্টেম করার জন্য ২৫০ শয্যা হাসপাতালে নিয়ে আসে। পোষ্টমর্টেম শেষে লাশ তার (ভিকটিম) আত্নীয়ের নিকট হস্তান্তর করেন। প্যান্টের কিছু অংশ আলামত হিসাবে থানায় জমা দেন। IO আলামত জব্দ করে বাম পাশে তার স্বাক্ষর গ্রহন করেন। এই সাক্ষী লাশ ময়না তদন্তে প্রেরণের চালান এবং এতে তার স্বাক্ষর ও জব্দ তালিকা এবং এতে তার সাক্ষর সনাক্ত করেন যা যথাক্রমে প্রদর্শনী ৭/২, এবং ১০/২ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে এবং জব্দকৃত প্যান্ট সনাক্ত করেন।

আসামী শামিম বাদে উপস্থিত সকল আসামী পক্ষে জেরায় এই স্বাক্ষী (পি. ডব্লিউ-১৪) বলেন যে, জব্দতালিকা পড়ে স্বাক্ষর করেছেন। ইং ১৭/০৮/২০১৯ তারিখ জব্দ তালিকা করা হয়। কখন করা হয় সময় খেয়াল নাই। জব্দ তালিকা থানায় বসে করা হয়। জব্দতালিকায় লেখা নাই যে, কে সনাক্ত করেছে। জব্দ তালিকা প্রস্তুত করার সময় থানায় এস আই এর রুমে ৪/৫ জন পুলিশ অফিসার উপস্থিত ছিল, তাদের নাম খেয়াল নাই। জব্দ তালিকায় আর কার স্বাক্ষর আছে তা মনে নাই। ১৭/০৮/২০১৬ ইং তারিখ লাশ থানা হতে সকাল ৯ টার সময় হাসপাতালে নিয়ে যান। তখন থানায় বাদীর আত্নীয় ফারুক, মেহেদি, আব্দুল লতিফ সহ নিকট আত্নীয়রা ছিল। চালানে সনাক্তকরণের কোন কথা নাই যে, লাশটি মারুফের। নছিমন করিমনে করে লাশ নিয়ে যান।

আসামী শামিম এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-১৪) বলেন যে, চালানে লাশের পরনের কাপড় এ্যাশ কালার লেখা আছে। ইহা গ্যাভার্ডিন কাপড়ের। লাশটির মাথা

বিচ্ছিন্ন, পা কাটা। ১০/১০.৩০ টার দিকে লাশ হাসপাতালে পৌছে দেন। লাশটি হাসপাতালের ডাক্তারের সহকারীর নিকট জমা দেন।

৬৯। পি.ডব্লিউ-১৫, মোঃ তহিদুল ইসলাম তার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি বর্তমানে PBI ঝিনাইদহে কর্মরত আছেন। তিনি (পি. ডব্লিউ-১৫) SI হিসাবে যশোরে কর্মরত থাকাকালে CID কর্তৃপক্ষ মামলার তদন্তভার তার উপর অর্পন করলে তিনি তদন্তভার গ্রহন করে ১৯/০৯/২০১৬ তারিখ স্থানীয় থানা হতে ডকেট পেয়ে পর্যালোচনা করেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। খসড়া মানচিত্র ও সুচি পূর্বের IO কর্তৃক প্রস্তুত ছিল, তা সঠিক থাকায় নতুন করে অংকন করা হতে বিরত থাকেন। তবে বাদীর এজাহার ও ম্যাপ IO এর ঘটনাস্থলের বর্ননা কিছুটা তারতম্য হওয়ায় তা তার ডাইরিতে নোট করেন। মামলা সংক্রান্ত সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ১৬১ ধারায় লিপিবদ্ধ করেন। পূর্বের IO কর্তৃক গ্রেফতারকৃত আসামীকে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ঘটনার সময় ভিকটিম মারুফ কর্তৃক মোবাইল সেট IME নম্বর দিয়ে CDR সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত CDR এর তথ্য অনুসারে ব্যবহারকারী আসামী আযহারুলকে (রেসপনডেন্ট নং-৫) গ্রেফতার করেন এবং তার (আযহারুল) নিকট হতে মোবাইল ফোনটি উদ্ধার করেন। আজাহারুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে ভিকটিম মারুফ হত্যার ঘটনার সহিত নিজে সরাসরি জড়িত বলে বক্তব্য প্রদান করায় উক্ত আসামী আজাহারুলের দোষ স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি বিচারিক জবানবন্দি হিসাবে লিপিবদ্ধের ব্যবস্থা করেন। ঘটনার সংশ্লিষ্ট অন্য আসামীদের গ্রেফতারের চেষ্টা করেন। এজাহারনামীয় এবং অন্যান্য আসামীদের গ্রেফতার করে আদালতে প্রেরণ করেন। তিনি তদন্তকালে ঘটনাস্থল হতে কিছু আলামত জব্দ করেন। মামলাটির তদন্তকালে সাক্ষ্য প্রমান ও পারিপার্শিকতায় এজাহারনামীয় আসামীসহ তদন্তে প্রাপ্ত আসামীদের ব্যপারে তদন্তের ফলাফল নিয়া উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করে চৌগাছা থানার অভিযোগপত্র নম্বর ১৬৭ তারিখ ০৮/০৭/২০১৭ ইং ধারা ৩০২/ ২০১/ ৩৪ দন্ডবিধি আদালতে দাখিল

করেন। আসামীদের PCPR যাচাই করে CS এ উল্লেখ করেন। CS এ তার স্বাক্ষর আছে। জব্দকৃত আলামত চালানমুলে CS এর সাথে আদালতে প্রেরন করেন। ২৬/০৯/২০১৬ ইং তারিখের জব্দ তালিকায় তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী ৪/৩ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। মারুফের মাথার চুল, সাতটি দাত, গ্রামীন চেকের জলপাই কালারের শার্ট এবং মারুফের ব্যক্তিগত মোবাইল সেট আদালতে দাখিল করেন। মারুফের মোবাইল সেট IME দিয়া সার্চ দিয়া আসামী আজাহারুল ইসলাম @ শামিমের নিকট হতে উদ্ধার করেন।

আসামী আজাহারুল ইসলাম ওরফে শামিমের পক্ষে জেরায় এই স্বাক্ষী (পি. ডব্লিউ-১৫) বলেন যে, তিনি তদন্তভার পেয়ে এজাহার পর্যালোচনা করেন। এজাহারে ঘটনার সময় লেখা আছে ১৬/০৮/২০১৬ ইং তারিখ বিকাল অনুমান ১৮.১৫ ঘটিকা। এজাহার হয়েছে ১৭/০৮/২০১৬ ইং তারিখ ১০.৩০ মিনিটে। এজাহারে লেখা আছে বাদীনির ছেলে ১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ হারিয়ে যায়। বাদীনি ১৬/০৮/২০১৬ইং তারিখ লোক মুখে শুনতে পান যে, কান্তি মৌজায় একটি লাশ পড়ে আছে। মারুফকে খোঁজার জন্য মাইকিং করা সংক্রান্ত কোন কথা এজাহারে লেখা নাই। মারুফের মাথা কোথায়, কবে পাওয়া যায় তা লেখা নাই। মারুফের হারানোর ব্যাপারে একটি জিডি করেছে সেই মর্মে কোন কথা উল্লেখ করেন নাই। তিনি তদন্তে একটি জিডির বিষয় জানতে পান যার নং ৪৩৭ তারিখ ১১/০৮/২০১৬ এর বিষয় তার তদন্তে উল্লেখ করেন নাই। উদ্ধারকৃত লাশটি মারুফের কিনা তা জানার জন্য DNA Test এর জন্য কোন প্রার্থনা করেন নাই। সুরতহালে লেখা আছে যে, DNA Test আবশ্যক। মারুফ হারিয়ে যাওয়ার সময় তার (ভিকটিম) সাথে মোবাইল ছিল তা এজাহারে উল্লেখ করা হয় নাই। ৪৩৭ নম্বর জিডিতে মোবাইলের কথা নাই। জব্দকৃত মোবাইলটি থানায় নিয়ে যায়। বড় ভাইয়ের নাম স্মরন নাই ইহা তার সিডিতে লেখা নাই। মোবাইল সেটের মধ্যে আজাহারুলের নিজস্ব ব্যাগে সিম ছিল। পরে বলে সিমের কথা জব্দতালিকায় উল্লেখ নাই। মোবাইল সেটটি কে খরিদ করেছে সেই রশিদ তার কাছে দেয়

নাই। আজাহারুলের প্রদত্ত ১৬৪ ধারায় দোষ স্বীকারোক্তির উক্তি একাধিকবার পড়েছেন। উহাতে বলেছে তিনি (আজহারুল) মারুফের ডান হাতে কোপ মারেন। তার আগের লাইনে বলেছে তাকে বলে "কোপ না মারিলে তোকে জানে মেরে ফেলবো।" তার আগে আছে অজ্ঞাত একজন তাকে বলে। লাশটি পচা গন্ধ তাই মৃত্যুর কারন নির্নয় সম্ভব হয় নাই মর্মে ডাক্তার মতামত দিয়েছে। এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, আজকে আদালতে উপস্থিত মোবাইল আজাহারুলের নিকট পান নাই, আজাহারুলের সিম ইহাতে নাই, মারুফের লাশ সনাক্ত না হওয়া সত্বেও এবং মৃত্যুর কারন নির্নয় না করে চার্জশিট দাখিল করেছেন কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেন।

এই সাক্ষী তার জেরায় পুনরায় বলেন যে, আবু বকর, শিমুল, মারুফ হোসেন এবং জালাল ১৬১ ধারার বক্তব্যে বলেন যে, ভিকটিম মারুফ বাড়ী থেকে যাওয়ার পথে আমজাদের চায়ের দোকানে কিছুক্ষন বসে। সেই আমজাদকে সাক্ষী হিসাবে সিএসএ লিষ্টভুক্ত করেন নাই।

মিন্টুর চায়ের দোকানে শেষ বারের মত মারুফকে সাক্ষী জালাল দেখেছে বলে ১৬১ ধারায় তার নিকট সাক্ষ্য দিয়েছে সেই মন্টু মামলায় সাক্ষী নাই। আজারুলের ১৬৪ ধারায় দোষ স্বীকারোক্তিতে আছে যে, শাহাদাতের মুদি দোকানের কর্মচারী দেখেছে যে মারুফকে অজ্ঞাতনামা লোক চোখ বেধে নিয়ে যেতে বলেছে। সেই ইসলাম এবং শাহাদাতকে মামলায় CS এর সাক্ষী করেন নাই। ঘটনার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক বোবা ব্যক্তি অনুসরন করে সেই বোবাকে সাক্ষী করা হয় নাই। বোবা ছেলের বিষয়ে CD তে কোন নোট দেওয়া হয় নাই।

আসামী শামিম বাদে উপস্থিত সকল আসামী পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-১৫) বলেন যে, ১৮/০৮/২০১৬ ইং তারিখের জব্দ তালিকায় ২ জন সাক্ষী নুরুল ইসলাম ও মেহেদী। তিনি উক্ত নুরুল ইসলাম এবং মেহেদীকে CS তে সাক্ষী করেন নাই।

১৮/০৮/২০১৬ ইং তারিখের জব্দ তালিকায় লেখা নাই যে, কে আলামত উপস্থাপন করেছে। কে সনাক্ত করেছে লেখা নাই। জব্দ তালিকা লেখার স্থান চৌগাছা থানার SI এর অফিস কক্ষে লেখা আছে। ২৬/০৯/২০১৬ ইং তারিখ তিনি একটি জব্দ তালিকা করেন। ইহাতে লেখা আছে বাদীর উপস্থাপন করা মতে। জব্দ তালিকায় বাদীকে সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর গ্রহন করেন নাই। উক্ত জব্দকৃত আলামতের কোন ক্যামিকাল পরীক্ষা করান নাই। পূর্বের IO এর PD এর স্কেচম্যাপ এর সাথে তিনি পুরাপুরি একমত। তবে বাগানটি কাসেম আলীর সেই বিষয়ে নোট দিয়েছেন। হাসেম আলী ও কাসেম আলীর বাগান পাশাপাশি। তিনি বাগানের কোন আলামত নেন নাই। রক্তমাখা মাটি তিনি সংগ্রহ করেন নাই। সুরতহালটি মামলার তদন্তের অংশ। সুমাইয়া ও মেহেদি সুরতহালের সাক্ষী, তাদেরকে CS এর সাক্ষী করেন নাই। ক-তে কালাম, ঘ-শাহাদাত, ঙ তে আছিরুদ্দিন, ঝ-জয়নুল, এ- তে উজ্জল তাদের কাউকে তিনি সাক্ষী করেন নাই। সাক্ষী লিপুর (পি. ডব্লিউ-২) ১৬৪ ধারার জবানবন্দি পর্যালোচনা করেছেন। লিপুর ১৬১ ধারায় জবানবন্দি তিনি নিয়াছেন। তার ১৬১ ধারার জবানবন্দি আগে লিপিবদ্ধ করেন। লিপুর ১৬৪ ধারার জবানবন্দিতে কার চোখ বেধে নিয়ে যায় তা লেখা নাই। মারুফের চোখ বেধে আসামীরা নিয়ে যায় তা লেখা নাই। লিপুর চায়ের দোকানের সামনে পাশের দোকানের বর্ননা তিনি দেন নাই। আবু বকরের জবানবন্দি ঘটনার ৭ মাস ২৪ দিন পরে গ্রহন করেছেন। আবু বকর তার নিকট বলে নাই যে ঘটনার ৫/৬ দিন পর হাসেম আলী ও কাশেম আলীর মেহগিনি বাগানে লাশ পড়ে থাকতে দেখে। তাদের গ্রাম থেকে ২০/২৫ জন লোক ঘটনাস্থলে যায় এই কথা তার নিকট বলে নাই। যাওয়ার পর দেখে ডান হাতের একাংশ নাই এই কথা বলে নাই। দেখে মনে হয়েছে লাশটি মারুফের তা তার নিকট বলে নাই। মারুফের মা দেখে বলে যে, এইটা তার ছেলের একথা তার নিকট বলে নাই। ঘটনার ২/৩ মাস পর লিপু বলে মারুফকে চোখ বেধে সলেমান, বাবু, হযরত আলী, শামিম নিয়ে যায় এ কথা তার নিকট বলে নাই। সাক্ষী শিমুল মাথা দেখে চিনতে পারে যে,

লাশটি মারুফের। মির্জাপুর মেহগিনি বাগানে লাশ আছে শুনে তিনি এবং তারা দেখতে যান, যেয়ে তিনি বলেন যে, লাশটি তার ছেলে মারুফের লাশ, তখন পুলিশ খোঁজাখুঁজি করে শার্টের টুকরা দাত চুল পাওয়ার কথা তার নিকট ১৬১ ধারায় বলে নাই। হযরত আলী, শামিম, বাবু, সলেমান একত্রে মারুফের মুখ বেধে নিয়ে যায় এ কথা তার নিকট ১৬১ ধারায় বলে নাই।

এই সাক্ষী তার জেরায় পুনরায় বলেন যে, পি. ডব্লিউ-৩ আব্দুল লতিফ তার নিকট ১৬১ ধারার জবানবন্দিতে হাসেম আলী ও কাশেম আলীর বাগানে ৫/৬ দিন পর লাশ পড়ে থাকতে দেখে এই কথা বলে নাই। লাশটি দেখে মারুফের মা বলে এইটা তার ছেলের লাশ মারুফের মা তার নিকট ১৬১ ধারায় জবানবন্দিতে হুবহু ঐ ভাবে বলে নাই। লিপুর দোকানের সামনে দিয়া মারুফকে মুখ বেধে সলেমান, বাবু, হযরত আলী, শামিম নিয়ে যায় এ কথা তার নিকট বলে নাই। সাক্ষী মফিজুর রহমান আই. ও কে বলে নাই যে, যে ছেলেটি খুন হয় তার নাম মারুফ। এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, তিনি মামলাটি সঠিকভাবে তদন্ত করেন নাই, লাশটি মারুফের নহে, Promotion এর আশায় একটি মনগড়া অভিযোগপত্র দাখিল করেছেন কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেন।

অত্র মামলাটি নিষ্পত্তিতে বিজ্ঞ বিচারক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়গুলো নির্ধারণ করেন-

(ক) গত ১৬/০৮/২০১৬ ইং তারিখ বিকাল অনুমান ১৮.১৫ ঘটিকার সময় যশোর জেলার চৌগাছা থানাধীন কান্দি মৌজাস্থ জনৈক্য হাসেম আলীর খেজুর ও মেহগিনি বাগানের মধ্যে পড়িয়া থাকা প্রাপ্ত লাশটি মারুফের কি?

(খ) আসামীরা পূর্ব শত্রুতার কারনে একই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক পরস্পর যোগসাজশে এজাহার কারীর ছেলে মারুফকে ১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ

সন্ধ্যার পর কান্দি মৌজাস্থ হাসেম আলীর খেজুর ও মেহগিনি বাগানে নৃশংস ভাবে গলা, হাত ও পা কাটিয়া হত্যা করিয়া লাশ গুম করতঃ লুকাইয়া রাখিয়াছে কি?

(গ)আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩০২/১০৯ ধারার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান হইয়াছে কি?

(ঘ) আসামীরা দন্ডবিধির ৩০২/১০৯ ধারায় শাস্তি পাইতে দায়বদ্ধ কি?

তর্কিত রায়টি অত্যন্ত সর্তকতার সাথে পরীক্ষা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত আলোচ্য মামলার আসামীদের বেকসুর খালাস প্রদানের ক্ষেত্রে যে সকল অভিমত প্রদান করেন তা নিম্নরুপঃ-

(ক) ঘটনাস্থলে উদ্ধারকৃত ও সুরতহালকৃত লাশটি যে এজাহারকারিনী আবিরুনেছার নিখোঁজ হওয়া ছেলে মারুফের লাশ তা একমাত্র পি. ডব্লিউ- ১ ব্যতীত প্রসিকিউশন পক্ষের অন্য কোন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করে প্রমান করতে সক্ষম হন নাই।

(খ) পি. ডব্লিউ- ১ ব্যতীত অন্য কোন সাক্ষী নিখোঁজ মারুফকে তার বসত বাড়ী থেকে বের হয়ে যেতে দেখেছেন মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই।

(গ) পি. ডব্লিউ- ১ তার সাক্ষ্যে লাশের পরিহিত গ্যাভার্ডিনের থ্রি কোয়াটার প্যান্ট সনাক্ত করে উহা তার নিখোঁজ পুত্র মারুফের লাশ বলে সনাক্ত করেন। সুরতহাল রিপোর্টে কিন্তু বর্নিত পি. ডব্লিউ- ১ এর অপর দুই সন্তান সাক্ষী থাকলেও তাদের সাক্ষ্য দিয়ে প্রমান করাতে সক্ষম হয়েন নাই যে, নিখোজ মারুফ গত ১০/০৬/২০১৬ তারিখ বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময়ে থ্রি কোয়ার্টার গ্যাভার্ডিনের প্যান্ট পরিহিত ছিল।

(ঘ) সুরতহাল প্রতিবেদনে উক্ত লাশের ডিএনএ টেষ্ট এর কথা বলা হলেও এবং লাশের ময়না তদন্ত করা হলেও ডিএনএ টেষ্ট করা যায়নি। ফলে উক্ত লাশটি যে ভিকটিম মারুফের তা প্রমানিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞ বৈচারিক আদালতের পর্যবেক্ষন নিম্নরুপঃ-

‘‘সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-২) এ উল্লেখ আছে যে, মৃত্যুর প্রকৃত কারন নির্নয়ে ডি.এন.এ সংরক্ষন করা প্রয়োজন অথচ মামলাটিতে ডি.এন.এ পরীক্ষা ছাড়াই অভিযোগপত্র দাখিল করা হইয়াছে। ডি. এন.এ টেষ্ট করা হইলে নিশ্চিতভাবে জানা যাইতো যে, ১৬/০৮/২০১৬ ইং তারিখে মামলায় প্রাপ্ত লাশটি মারুফের। ময়না তদন্তের রিপোর্ট (প্রদর্শনী-১৪) এ উল্লেখ আছে যে, due to highly decomposed body cause and nature of death could not given. উক্ত ময়না তদন্ত রিপোর্ট মামলার বিচারে কোন সহায়তা প্রদান করে না। কারন ময়না তদন্তের রিপোর্টে কোন মন্তব্য দেয়া হয় নাই। কাজেই এই ক্ষেত্রে মাবুফের মায়ের দাবী যে লাশটি তাহার ছেলের মারুফের তাহা সমর্থন করিয়া কোন নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন সাক্ষীর সাক্ষ্য না থাকায় মারুফের মায়ের সাক্ষ্য বিশ্বাস করা সন্দেহের উর্দ্ধে নহে’’।

(ঙ) বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত আরও উল্লেখ করেন যে, ‘‘অত্র মামলায় আসামী আজাহারুল ইসলাম ওরফে শামীম @ ইউসুফ @ বুড়ো দোষ স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য দিয়েছেন, সেই দোষ স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য স্বেচ্ছায় দেয়া হয়েছে এবং তাহা সত্য হিসাবে আদালতে গৃহীত হইলে লাশটি ডি. এন.এ টেস্ট অত্যাবশ্যক হয় না। ঠিক একইভাবে লাশটির ডি. এন এ টেষ্ট করা হইলে অথ্যাৎ লাশটি প্রকৃত পক্ষে আবিরুন নেছার হাঁরিয়ে যাওয়া পুত্র মারুফের লাশ, তাহা সন্দেহের উর্দ্ধে নির্নয় করা সম্ভব হইলে আসামী আজাহারুল ইসলাম ওরফে শামীম @ ইউসুফ @ বুড়ো এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য সত্য বলিয়া গ্রহন করিতে কোন অসুবিধা হয় না। এই ক্ষেত্রে উদ্ধারকৃত লাশটি মারুফের কিনা এবং আসামী আজাহারুল ইসলাম ওরফে শামীম @ ইউসুফ @ বুড়ো এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য সত্য কিনা তাহা অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত একটি সত্য প্রমানিত হইলে অপরটি সত্য বলিয়া ধরিয়া নিতে কোন বাধা থাকে না’’।

উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ঘটনার দিনে ভিকটিম মারুফের ব্যবহৃত Maximus মোবাইল ফোনটি তদন্তকারী কর্মকর্তা (পি. ডব্লিউ-১৫) প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আসামী আজাহারুল ইসলাম ওরফে শামীম @ ইউসুফ @ বুড়ো এর প্রত্যক্ষ দখল থেকে উদ্ধার ও জব্দ (প্রদর্শনী-৫) করেন মর্মে প্রসিকিউশন পক্ষ দাবী করেছেন এবং উক্ত দাবীর সমর্থনে মৌখিক ও বস্তুগত সাক্ষ্য উপস্থাপন করেছেন। ঘটনার সময় ভিকটিম মারুফের কাছে থাকা মোবাইল ফোনটি আসামী আজাহারুল ইসলাম ওরফে শামীম @ ইউসুফ @ বুড়ো এর নিকট থেকে উদ্ধার হয়েছে মর্মে আসামী আজাহারুল ইসলাম ওরফে শামীম তার স্বীকারোক্তিতেও (প্রদর্শনী-৬) উল্লেখ করেছেন। এছাড়া উক্ত মোবাইল ফোনটি যে আসামী আজাহারুলের প্রত্যক্ষ দখল থেকে উদ্ধার ও জব্দ করা হয়েছে তদমর্মে উক্ত জব্দ তালিকার সাক্ষীগন যথাক্রমে পি. ডব্লিউ-৭ ও পি. ডব্লিউ-৯ উদ্ধারকৃত মোবাইল ফোন এবং জব্দ তালিকায় তাদের স্বাক্ষর সনাক্ত করেছেন।

কিন্তু উদ্ধারকৃত উক্ত মোবাইল ফোনটির বিষয়ে বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত নিম্নোক্ত অভিমত প্রকাশ করেনঃ- " মারুফের ফোনটি আসামী শামিমকে দিয়েছে অন্যান্য আসামীরা। সেই ফোনটি আসামী শামিম চালূ করিয়াছে আসামী শামিম এর এইরুপ বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারন মারুফের ফোনটি পাওয়ার জন্য শামিম মারুফকে খুন করিয়াছে এমনটি নহে। মারুফের ব্যবহৃত ফোনটি মারুফকে খুন করার পর সে ব্যবহার করবে এমনি বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য নহে।"

এই মামলায় আসামী আজহারুল ওরফে শামীম ওরফে বুড়ো স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (প্রদর্শনী-৬) প্রদান করেছেন যা সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট (পি. ডব্লিউ-১০) ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধান মতে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু উক্ত স্বীকারোক্তি সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত নয় মর্মে উল্লেখে বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত কর্তৃক পর্যবেক্ষন নিম্নরুপঃ-

‘‘আসামী শামিম মামলায় ফৌজদারী কার্যবিধি ৩৪২ ধারায় পরীক্ষার সময় আদালতে একটি লিখিত বক্তব্য দিয়া উল্লেখ করেন যে, সে পরিস্থিতির শিকার ব্যতিত তাহার নিকট ও দখল হইতে কোন মোবাইল উদ্ধার হয় নাই। সে কিডন্যাপ হইয়াছিল এবং মামলার কর্মকান্ডে অংশ গ্রহন না করিলে তাহাকে জানে মারিয়া ফেলিত।’’

এছাড়া সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট (পি. ডব্লিউ- ১০) কর্তৃক উক্ত স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করনের ক্ষমতা (power) ও যোগ্যতা (competency) সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত যে পর্যবেক্ষন প্রদান করেন তা নিম্নরুপঃ-

‘‘আইনের বিধানমতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করা একটি গুরুত্বপূর্ন কাজ। উহা সাধারনত সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অথবা তদ্ উর্ধের ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক করা আইনের বিধান রহিয়াছে। সরকার কর্তৃক বিশেষ ভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট উহা করিতে পারেন। কিন্তু জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হুমায়ুন কবির, যশোর সরকার কর্তৃক ঐ রুপ বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিল কিনা-তাহা বর্ননা করেন নাই। আসামী কি কারনে দোষ স্বীকার করিতেছে তাহা স্বেচ্ছায় করা হইতেছে কিনা, কিংবা সত্য কিনা বা কোন প্রলোভনে প্রদান করা হইয়াছে কিনা তাহা তদন্ত করিয়া বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিশ্চিত হইলে তার পরে দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করার বিধান রহিয়াছে। কিন্তু ১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখে ঘটনা ঘটার দীর্ঘ ২ মাস পরে ১৫/১০/২০১৬ তারিখ আসামী শামীম কি কারনে দোষ স্বীকার করিতে উদ্ধুত হইল, সেই বিষয়ে নিশ্চিত না হইয়া বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট যে ৫ টি প্রশ্ন করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত নৈর্ব্যক্তিক এবং আনুষ্ঠানিক প্রশ্ন ছাড়া অন্য কিছু নহে। সত্যতা নির্নয়ের জন্য তিনি আন্তরিক প্রচেষ্টা করিয়াছেন তাহা প্রকাশ পায় নাই।’’

পি. ডব্লিউ-২ এর সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি সর্বশেষ ভিকটিম মারুফকে চোখ ও হাত বাধা অবস্থায় সরফরাজপুর বাজার থেকে মাগরিব আযানের পরে

আসামী সলেমান, বাশার, বাবু ও শামিম কর্তৃক নিয়ে যেতে দেখেন মর্মে তার জবানবন্দিতে উল্লেখ করেছেন।

বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত পি. ডব্লিউ- ২ এর সাক্ষ্য অবিশ্বাস করতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে-

‘‘এই সাক্ষী মারুফের অপহরনের বিষয়ে গত ১০/০৬/২০১৬ তারিখ মাগরিবের আযানের পরে প্রত্যক্ষ করলেও উক্ত ঘটনা সম্পর্কে উক্ত লাশটি উদ্ধার হওয়া ব্যক্তি কোন সাক্ষী বা কারো নিকটে বিষয়টি উল্লেখ করেননি, এমনকি পি. ডব্লিউ- ১ আবিরুননেছা তার নিখোঁজ সন্তান মারুফের সন্ধানে স্থানীয় সরফরাজপুর বাজারে গিয়ে খোঁজ নিলেও এবং উক্ত নিখোঁজের বিষয়ে মাইকিং হলেও পি. ডব্লিউ- ২ মারুফের অপহরনের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করা সম্পর্কে কারো নিকট প্রকাশ করেন নাই। ইহা পি. ডব্লিউ- ২ এর ঘটনার পরবর্তী কালে মনগড়া সাক্ষ্য এবং তার সাক্ষ্যে বিশ্বাসযোগ্য নয় ।’’

বিজ্ঞ বৈচারিক আদালতের উপরে বর্ণিত অভিমতের প্রেক্ষিতে প্রথমেই দেখা যাক গত ১৬/০৮/২০১৬ ইং তারিখ ঘটনাস্থলে উদ্ধারকৃত লাশটি ভিকটিম মারুফের কিনা?

প্রসিকিউশন পক্ষে প্রদত্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঘটনার কোন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী নাই। তবে ঘটনার দিন অর্থ্যাৎ ১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ মাগরিব আযানের পর ভিকটিম মারুফকে চোখ ও হাত বাধা অবস্থায় আসামী সলেমান, বাশার, বাবু ও শামীমকে শরফরাজপুর বাজার থেকে নিয়ে যেতে দেখেন মর্মে ঐ বাজারের চায়ের দোকানদার লিপু হোসেন পি. ডব্লিউ-২ হিসাবে তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেছেন এবং এ বিষয়ে পি. ডব্লিউ-৩, পি. ডব্লিউ-৪, পি. ডব্লিউ-৬ তাদের জবানবন্দিতে দাবী করেছেন যে, উপরোক্ত বিষয়ে পি. ডব্লিউ-২ তাদের নিকট বলেছেন। ফলে দেখা যায় যে, উপরে বর্ণিত আসামী সলেমান, বাশার, বাবু ও শামীম এর সাথে ঘটনার পূর্বে সর্বশেষ ভিকটিম মারুফকে দেখা গেছে। আসামী আজাহারুল ওরফে শামীম ওরফে বুড়ো এর অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক

জবানবন্দি (প্রদর্শনী-৬) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পি. ডব্লিউ-২ এর জবানবন্দির বক্তব্যের সত্যতা ও সমর্থন উক্ত স্বীকারোক্তি থেকে হুবহু মিল পাওয়া যায়।

ঘটনাস্থলে উদ্ধারকৃত লাশটি এজাহারকারিনী আবিরুন নেছা (পি. ডব্লিউ-১) তার নিখোঁজ হওয়া ছেলে মারুফের লাশ বলে দাবী করেছেন। এ প্রসঙ্গে পি. ডব্লিউ-১ তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ‘‘১৬/০৮/২০১৬ ইং তারিখ লোকমুখে সংবাদ পান যে, মির্জাপুর গ্রামের কান্দি মৌজার হাসেম আলীর খেজুর ও মেহগিনি বাগানে একটি লাশ পড়িয়া আছে। সংবাদ পাইয়া তার বড় ছেলে মেহেদী হাসান , লোকুল হোসেন, হাবিবুর রহমান, মফিজুর রহমান, জালাল হোসেন, আবু বকর সিদ্দিক ও আব্দুল লতিফদের সাথে নিয়া কান্দি মৌজার হাসেম আলীর বাগানে গিয়ে দেখতে পান যে, তার পুত্র মারুফের লাশ পড়ে আছে। তিনি তার পুত্র মারুফের লাশ সনাক্ত করেন। পুত্রের গলা থেকে মাথা বিচ্ছিন অবস্থায় পান। ডান পা ও ডান হাত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন । সংবাদ পেড়ে থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসেন এবং তার ছেলের সুরতহাল করেন। তিনি সুরতহালে স্বাক্ষর করেছেন।’’ এই সাক্ষী উক্ত সুরতহাল প্রতিবেদন এবং এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী১,১/১ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। পি. ডব্লিউ-১ এর উপরোক্ত বক্তব্য সমর্থন করে পি. ডব্লিউ -২, পি. ডব্লিউ-৩, পি. ডব্লিউ-৪, পি. ডব্লিউ-৫, পি. ডব্লিউ-৬, পি. ডব্লিউ-৭, পি. ডব্লিউ-৮, পি. ডব্লিউ-৯, পি. ডব্লিউ-১১ এবং পি. ডব্লিউ-১৪ জবানবন্দি প্রদান করেন। উপরোক্ত প্রত্যেক সাক্ষী তাদের জবানবন্দিতে দাবী করেন যে, ঘটনাস্থলে উদ্ধারকৃত লাশটি দেখে পি. ডব্লিউ-১ দাবী করেন যে, উহা তার নিখোঁজ ছেলে মারুফের লাশ এবং এই সাক্ষীদের বিশেষ করে পি. ডব্লিউ-১৪ এর সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, লাশটি উদ্ধারের সময় লাশের পড়নে এ্যাশ কালারের থ্রি কোয়ার্টার গ্যার্ভাডিনের প্যান্ট পাওয়া যায়, যা সুরতহাল প্রতিবেদনেও (প্রদর্শনী-২) উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ভিকটিম মারুফ হোসেন নিখোঁজ হওয়ার পূর্বে ১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ তাদের বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় পরিহিত থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট ও শার্টের বর্ননা, যা ১১/০৬/২০১৬ তারিখের সাধারন ডাইরীতে উল্লেখ করা হয়েছে (প্রদর্শনী-১২) এবং ১৬/০৮/২০১৬ তারিখে ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত লাশটির সুরতহাল প্রতিবেদনে (প্রদর্শনী-২) পড়নের থ্রি কোযার্টার গ্যাভাডিনের প্যান্টের বর্ণনা একই।

৭৮। ইহা স্বীকৃত যে, লাশটি মস্তক বিহীন এবং পঁচনশীল (highly decomposed) অবস্থায় পাওয়া যায়। উক্ত লাশটিকে পি. ডব্লিউ-১ আবিরুননেসা তার নিখোঁজ পুত্র মারুফের লাশ বলে সনাক্ত করেন, যা পূর্বে বর্ণিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য হতে প্রতীয়মান হয়। তবে সুরতহাল প্রতিবেদনে মৃত্যুর সঠিক কারন নির্নয় ও ডিএনএ সংরক্ষন করা মর্মে উল্লেখ করা হলেও বাস্তবে উক্ত লাশের ডিএনএ পরীক্ষা করা হয়নি।

প্রসিকিউশন কেস দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, গত ১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ সকাল ৯.৩০ ঘটিকায় মোবাইল ফোনে গান লোড করানোর জন্য ভিকটিম মারুফ তাদের বসতবাড়ী থেকে বের হয়ে ঐ দিন বাড়িতে ফিরে না এলে তার মা সহ অন্যান্য আন্তীয়স্বজন স্থানীয়ভাবে খোঁজ নেন এবং পরের দিনও অর্থ্যাৎ ১১/০৮/২০১৬ তারিখ তাকে না পাওয়ায় মারুফের মা আবিরুননেসা (পি, ডব্লিউ-১) চৌগাছা থানায় মারুফের নিখোঁজের বিষয়ে সাধারন ডাইরী ভুক্ত করেন যার নম্বর ৮৩৭ তারিখ ১১/০৮/২০১৬ (প্রদর্শনী-১২)। উক্ত সাধারন ডাইরীতে ভিকটিম মারুফের দেহের বর্ণনা যথা:-

‘‘নাম - মোঃ মারুফ (১৩), গায়ের রং- ফর্সা, মুখমন্ডল- লম্বাটে, উচ্চতা - ৫ ফুট ২ ইঞ্চি,পরোনো জলপাই রংযের শার্ট এবং মেহেদি রংয়ের ত্রি-কোয়ার্টার প্যান্ট মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

আলোচ্য হত্যাকান্ড সম্পর্কে এই মামলার আসামী আজাহারুল ওরফে শামিম ওরফে ইউসুফ ওরফে বুড়ো অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছেন, যা সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ

জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (পি. ডব্লিউ-১০) ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধান মতে লিপিবদ্ধ করেছেন। উক্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলোঃ-

"গত ১০/০৮/২০১৬ তারিখে সকাল ১০.৩০ টায় আমি শ্বশুর বাড়ি যাই। শশুর বাড়ি যাওয়ার পথে সরফরাজপুর বাজারে মারুফ কে চায়ের দোকানে বসে থাকতে দেখি। ঐ সময় চায়ের দোকানে বাসার, বাবু, হযরত, ছলেমান সহ অজ্ঞাত ২ জন আসে। বাবু মারুফের মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরে এবং বাশার হাত ধরে রাখে। হযরত এবং ছলেমান পাশের বট গাছের নিচে দাড়ায়ে থাকে। অজ্ঞাত ২ জন বাশারদের পাশে দাড়িয়ে ছিল। আমি ঘঢ়টনার সময় সাইকেলে যাচ্ছিলাম। আমি ঘটনা দেখি। আমি সাইকেলে দ্রুত চলে যাই। বটগাছের সামনে শাহদাতের ঘর আছে। শাহাদতের দোকানের এক কর্মচারীও চায়ের দোকানে বসা ছিল। তার নাম ইসলাম। শাহাদতের মুদির দোকানের সামনে কাদা ছিল। আমি সাইকেলে যাওয়ার সময় কাদায় আটকে গেলে ছলেমান আমাকে ধরে। ছলেমানের সাথে অজ্ঞাত আরও একজন ছিল তারা আমার সাইকেল কেড়ে নিয়ে তালা মেরে রাখে। শাহদতের দোকানের পাশে হযরতের একটি ঘর আছে। মারুফ এবং আমাকে তারা ঐ ঘরে নিয়ে যায়। বাবু এবং বাশার একটি গামছা দিয়ে মারুফের চোখ বাধে এবং অন্য একটি গামছা দিয়ে মুখ বাধে। আমাকে পাশের অন্য একটি ঘরে আটকে রাখে। আমরা সারাদিন ঐ খানে থাকি। মাগরিবের আযানের আগ দিয়ে আমাদের মাঠের দিকে নেওয়ার সময় চায়ের দোকানদার লিপু দেখে ফেলে। লিপু ঘটনার বিষয় জিজ্ঞাসা করে। ছলেমান বলে কোন সমস্যা নেই। আমাদেরকে মির্জাজুর মাঠের এক বাগানে ভেতরে নিয়ে যায়। মাগরিবের আযানের পর মারুফকে মুখ এবং চোখ বাধা অবস্থায় বাবু, বাশার এবং অজ্ঞাত ২ জন মাটিতে শোয়ায়। ছলেমান পাশে দাড়িয়ে ছিল। অজ্ঞাত একজন তার হাতে একটি চাপট দেয়। অজ্ঞাত একজন আমাকে বলে চাপট দিয়ে মারুপের হাতে কোপ মার। আমাকে বলে কোপ না মারলে তোকে জানে মেরে ফেলব। আমি মারুফের হাতে কোপ মারি। বাবু ঐ সময়

মারুপের গলার ভেতর গামছা ঢুকিয়ে দেয়। বাবু মারুফের মাথা হাত দিয়ে মাটিতে চেপে ধরে। এক পা দিয়ে বাবু মারুফের এক হাত মাটিতে চেপে ধরে। বাশার মারুফের দুই পা মাটিতে চেপে ধরে। অজ্ঞাত দুই জন মারুপের দাতে আঘাত করে ঐ ছুরী দিয়ে। বাশার চাপট দিয়ে মারুপের ডান পা কাটে। ছলেমান ছুরী মারুফের পেটে ঢুকিয়ে দেয়। মারুফের গায়ের শার্ট এবং সাথে থাকা Maximus ফোন আমার কাছে রাখতে দেয়। অজ্ঞাত একজন ছুরী দিয়ে মারুফের চোয়ালের হাড় কেটে নেয়। ঐ সময় হযরত ছাতা মাথায় পাশে দাড়িয়ে ছিল ঘটনার সময় বৃষ্টি হচ্ছিল। অজ্ঞাত একজন মারুফের মাথা কেটে ফেলে। মারুফের শার্ট দ্বারা মারুফের মাথা বাধা হয়। অজ্ঞাত লোকটি মারুফের মাথাটি পাশের খেজুর গাছের মাথার উপর ফেলে দেয়। মোবাইলটি আমাকে ব্যবহার করার জন্য দেয়। সবাই মিলে আমাকে বাসায় ফিরে যেতে বলে। আসার পথে জগদিশপুর তুলার ফার্মের পাশে অবস্থিত খালে আমার গায়ের শার্টটি দুয়ে নেই। প্যান্ট ও ধুয়ে নেই। ঘটনার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একজন বোবা ব্যক্তি আমাদেরকে অনুসুরন করে। এবং ঘটনাস্থলের পাশে একটি খেজুর গাছের আড়ালে দাড়িয়ে ঘটনা দেখে। ঐ সময় বোবা ব্যক্তিটি আমাদের দিকে টর্চ লাইট মারে। ছলেমান তাকে ডেকে তার হাতে আটশত টাকা দেয়। তাকে ঘটনা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়। হযরতের ছেলে টুটুল খুনের সকল পরিকল্পনা করে। টুটুল মালয়েশিয়া থাকে। বাবু এবং টুটুল পরিকল্পনা করে খুনের পর মালয়েশিয়া যাওয়ার। বাবু ২০/০৮/২০১৬ তারিখে মালয়েশিয়া চলে যায় আমি দুই মাস পর ঐ ফোনটি চালূ করি। আমাকে ১৪/১০/২০১৬ তারিখে বিকাল ৫.৩০ টায় ‘‘সিআইডি যশোর গ্রেফতার করে’’।

উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধকারী বিজ্ঞ জুডিসিয়াল মাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির পি. ডব্লিউ-১০ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন এবং উক্ত স্বীকারোক্তি এবং এতে তার ৯টি স্বাক্ষর ও আসামী (শামিম) ০৯ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেছেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৬, ৬/১-৬/৯ও ৬/১০-৬/১৯ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। উক্ত অপরাধমুলক

স্বীকারোক্তি (প্রদর্শনী-৬) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (পি. ডব্লিউ-১০) ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ও ৩৬৪ ধারার বিধান সঠিকভাবে অনুসরন করে স্বীকারোক্তি প্রদানকারী আসামীকে যথাযথভাবে সতর্ক করাসহ তাকে বিধি মোতাবেক পর্যাপ্ত সময় প্রদান করে উক্ত স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করেন এবং যথা নিয়মে আসামীকে পরীক্ষা করে ‘‘পুলিশ হেফাজতে আসামীকে কোন প্রকার শারিরিক নির্যাতন করা হয়নি মর্মে আসামী জানায় এবং তার বক্তব্য থেকে বুঝা যায় তার স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছাপ্রনোদিত’’ উল্লেখে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এই মর্মে স্বারক প্রদান করেন যে, ‘‘আসামীর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি স্বেচ্ছাপ্রনোদিত এবং সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে।’’ উক্ত বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কে (পি. ডব্লিউ-১০) ডিফেন্স পক্ষে জেরা করা হলেও তাঁর প্রদত্ত জবানবন্দির বিপরীতে এবং ডিফেন্স পক্ষে লাভজনক কিছু অর্জিত হয় নাই।

আসামী শামিম কর্তৃক প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (প্রদর্শনী-৬) এবং উক্ত স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধকারী বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, জনাব মোঃ হুমায়ুন কবিরের (পি. ডব্লিউ-১০) সাক্ষ্য একত্রে পরীক্ষান্তে এক্ষনে ইহা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি সঠিক এবং স্বেচ্ছাপ্রনোদিত (true and voluntary)।

প্রসিকিউশন পক্ষের একমাত্র সাক্ষী মোঃ লিপু হোসেন (পি. ডব্লিউ-২) যিনি ভিকটিম মারুফকে ঘটনার দিন অর্থ্যাৎ ১০/০৮/২০১৬ তারিখে শরফরাজপুর বাজার থেকে চোখ ও হাত বাধা অবস্থায় মাগরিবের আযানের পরে আসামী সলেমান, বাশার, বাবু ও শামিম কর্তৃক নিয়ে যেতে দেখেন এবং এ বিষয়ে তিনি (পি. ডব্লিউ-২) সাক্ষী আব্দুল লতিফ (পি. ডব্লিউ-৩), শিমুল হোসেন (পি. ডব্লিউ-৪) এবং মোঃ মফিজুর রহমান (পি. ডব্লিউ-৬) এর নিকট এই ঘটনার কিছুদিন পরে বলেছেন মর্মে উক্ত সাক্ষীগন তাদের জবানবন্দিতে দাবী করেছেন।

এক্ষনে দেখা যাক পি. ডব্লিউ-২ এর বক্তব্যটি সঠিক, পুনাঙ্গ, নির্ভরযোগ্য, নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য কিনা? এই প্রসঙ্গে পি. ডব্লিউ-২ এর জবানবন্দির বক্তব্য নিম্নে পুনরায় উদ্ধৃত করা গেল।

‘‘আমি বর্তমানে রাজ মিস্ত্রির কাজ করি। এর পূর্বে চায়ের দোকান ছিল। ১০/০৮/২০১৬ ইং ঘটনার তারিখ আমি সরফরাজপুর নিজের চায়ের দোকানে ছিলাম। ঐ দিন মাগরিবের আজানের পরে দেখতে পাই আসামী সোলেমান (রেসপনডেন্ট-২), বাসার (রেসপনডেন্ট-৩) ও বাবু (রেসপনডেন্ট-৪) মারুফকে (ভিকটিম) চোখ ও হাত বেঁধে শামীম (রেসপনডেন্ট-৫) সহ নিয়ে যাওয়ার সময় আমি বললাম কি হচ্ছে। তখন আসামী সোলেমান (রেসপনডেন্ট-২) আমাকে ধমক দিয়ে বলে ‘‘তুই চুপ থাক’’। ১৬/০৮/২০১৬ ইং তারিখ লাশ পাওয়া যায়। হাশেম আলীর মেহগিনি বাগানে লাশ পাওয়া যায়। তারপর পুলিশ আসে। তারপর মারুফের (ভিকটিম) মা (পি. ডব্লিউ-১) আসে। প্যান্ট দেখিয়া লাশ সনাক্ত করে। পুলিশ লেখা লেখি করিয়াছে। মারুফের মার স্বাক্ষর গ্রহন করে। মারুফের মা মামলা করে। তারপর আমি (পি. ডব্লিউ-২) ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দী দিয়াছি। এই আমার জবানবন্দি প্রদর্শনী-৩ এবং আমার সাক্ষ্য প্রদর্শনী-৩/১ হিসাবে চিহ্নিত হইলো। সাক্ষ্য দেওয়ার কারনে আমাকে হযরত আলীর ছেলে শাহিন মার খাওয়ায়। আসামী সলেমান, বাশার, শামিমরা মারুফকে ধরিয়া নিয়াছে বলিয়া জবানবন্দি দিয়াছি। তারা আদালতে আছে। আরো একজনের নাম বলিয়াছি তার নাম বাবু। সে আদালতে উপস্থিত নাই।’’

এই সাক্ষীকে ডিফেন্স পক্ষে জেরা করা হলেও উপরে বর্ণিত জবানবন্দির বিপরীতে লাভজনক কোন কিছু অর্জিত হয়নি। এ ছাড়া উক্ত বিষয়ে তিনি (পি. ডব্লিউ-২) যে, (পি. ডব্লিউ-৩), (পি. ডব্লিউ-৪) এবং (পি. ডব্লিউ-৬) এর নিকট এ ঘটনার কিছুদিন পরে বলেছেন তদমর্মে উক্ত সাক্ষীগন তাদের জবানবন্দিতে দাবী করেছেন। ফলে দেখা যায় যে, পি. ডব্লিউ-২ এর উপরোক্ত সাক্ষ্য পুর্নাঙ্গ, অকাট্য, নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য।

উল্লেখ করা আবশ্যক যে, আসামী আজাহারুল ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধান মতে অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করতে গিয়ে আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কে নিজের ভূমিকার বিষয়ে এটা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, তিনি আলোচ্য মামলার ভিকটিমকে হত্যায় অপর আসামীদের চাপের মুখে এবং নিজের জীবন রক্ষার জন্য অংশ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় উক্ত হত্যাকান্ডে অংশ গ্রহন করেন নাই। এই প্রসঙ্গে উক্ত স্বীকারোক্তির (প্রদর্শনী-৬) প্রথমাংশে উল্লেখ করেন যে, ঘটনার দিন সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় তিনি শরফরাজপুর বাজার হয়ে তার শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার সময় ভিকটিম মারুফকে উক্ত বাজারের চায়ের দোকানে বসে থাকতে দেখেন। ঐ সময় আসামী বাশার, বাবু, হযরত ও সলেমান সহ অজ্ঞাত দুজন ঐ চায়ের দোকানে এসে আসামী বাবু ভিকটিম মারুফের মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরেন এবং আসামী বাশার মারুফের হাত ধরে রাখেন। এসময় আসামী হযরত ও সলেমান পাশের বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকে। আসামী আজাহারুল ঐ ঘটনা দেখে উক্ত স্থান থেকে দ্রুত সাইকেল চালিয়ে যাওয়ার সময় শাহাদতের দোকানের সামনে কাদায় তার সাইকেল আটকে গেলে আসামী সলেমান তাকে ধরে তার সাইকেল কেড়ে নিয়ে ভিকটিম মারুফ ও তাকে (আজাহারুল) শাহাদতের দোকানের পাশে আসামী হযরতের একটি ঘরে নিয়ে আসামী বাবু ও বাশার ভিকটিম মারুফের মুখ ও চোখ বাধে এবং আসামী আজাহারুলকে পাশের একটি ঘরে সারাদিন আটকে রাখে। ঐ দিন মাগরিবের আযানের আগে ভিকটিম মারুফ ও তাকে মাঠের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় চায়ের দোকানদার লিপু (পি. ডব্লিউ-২) উহা দেখে জিজ্ঞাস করলে আসামী সলেমান বলে কোন সমস্য নাই। এরপর ভিকটিম মারুফ ও আসামী আজাহারুল কে মির্জাপর মাঠে একটি বাগানের ভিতর নিয়ে মাগরিব আযানের পর ভিকটিম মারুফ কে মুখ ও চোখ বাধা অবস্থায় আসামী বাবু, বাশার এবং অজ্ঞাত দুজন মাটিতে শোয়ায়, আসামী সলেমান পাশে দাড়িয়ে থাকে। অজ্ঞাত একজন আসামী আজাহারুলের হাতে একটি চাপড় দিয়ে ভিকটিম মারুফের হাতে কোপ দিতে বলে,

না হলে তাকে (আসামী আজাহারুল) মেরে ফেলবে মর্মে হুমকি দিলে তখন আসামী আজাহারুল মারুফের হাতে কোপ মারে।

আলোচ্য স্বীকারোক্তির উপরোক্ত বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী আজাহারুল ঘটনার দিন সকাল ১০.৩০ মিনিট থেকে সারাদিন শরফরাজপুর বাজারে শাহাদতের দোকানের পাশে আসামী হযরতের ঘরে মুক্ত অবস্থায় অবস্থান করা কালে ঐ ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য কোন চেষ্টা করে নাই বা কারো সাহায্য চায় নাই। এছাড়া পি. ডব্লিউ-২ ও উক্ত স্বীকারোক্তির বক্তব্য মতে মাগরিব আযানের পরে শরফরাজপুর বাজার থেকে ভিকটিম মারুফ কে চোখ ও হাত বেধে নেওয়ার সময়ও আসামী আযাহারুল মুক্ত অবস্থায় ছিল। সে সময়ও আসামী আজাহারুল অপর আসামীদের নিকট থেকে আলাদা হওয়ার কোন চেষ্টা করেন নাই বা এ ব্যাপারে কারো সাহায্য চায় নাই। এছাড়াও উক্ত স্বীকারোক্তির বক্তব্য মতে আসামী আজাহারুল কে ঘটনাস্থলে অজ্ঞাত একজন হাতে চাপড় দিয়ে যখন ভিকটিম মারুফের হাত কাটার জন্য বলে তখনো আজাহারুল এর কোন প্রতিবাদ করেনি কিংবা উক্ত কাজ করতে কোন আপত্তিও করেনি বরং উক্ত অজ্ঞাত নামা ব্যক্তির কথা মত প্রথমেই হত্যার উদ্দেশ্যে আজাহারুল ভিকটিমকে আঘাত করে ভিকটিম মারুফের ডান হাত কেটে ফেলে।

এছাড়াও উক্ত স্বীকারোক্তির (প্রদর্শনী-৬) বক্তব্য পর্যালোচনায় ইহা প্রতীয়মান হয় যে, ভিকটিম মারুফকে আসামী আজাহারুল সহ আসামী বাশার, বাবু, সলেমান ও অজ্ঞাত দুজন নিষ্ঠুর ভাবে শরীরের অংগ প্রতঙ্গ সহ গলা কর্তন করে এবং পেটের মধ্যে ছুড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে উক্ত হত্যাকান্ড সম্পন্ন করে এবং ঐ সময় বৃষ্টি হওয়ায় সারাক্ষন ঘটনাস্থলে ছাতা মাথায় দিয়ে আসামী হযরত উক্ত হত্যাকান্ড পর্যবেক্ষন করে। ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, ভিকটিমকে হত্যা করার পরে ভিকটিম মারুফের কাছে রক্ষিত Maximus মোবাইল ফোনটি (বস্তু প্রদর্শনী-১) আসামী আজাহারুলকে দিলে সে উহা ১৪/১০/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত তার নিজ

দখলে রাখে। উল্লেখ করা আবশ্যক যে, গত ১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ আলোচ্য হত্যাকান্ডটি সংঘঠিত হওয়ার পর ১৪/১০/২০১৬ তারিখ আসামী আজাহারুল পুলিশ কর্তৃক ধৃত না হওয়া পর্যন্ত নিজেকে নিরপরাধ প্রমানের জন্য কিংবা সে স্বেচ্ছায় যে উক্ত হত্যাকান্ডে অংশগ্রহন করে নাই তা প্রমানের জন্য উক্ত ঘটনা তিনি উক্ত সময়ের মধ্যে (১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ হতে ১৪/১০/২০১৬ ইং তারিখ পুলিশ কর্তৃক ধৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত) বাদী সহ প্রসিকিউশন পক্ষের কারো নিকট কিংবা অন্য কারো নিকট আসামী আজাহারুল বিষয়টি প্রকাশ করেনি বরং তার নিকটে ভিকটিমের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি রেখে উহা সে স্বাভাবিক ভাবে ব্যবহার করা কালে পুলিশ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আজাহারুলের নিরংকুশ দখল (exclusive possession) থেকে ১৪/১০/২০১৬ ইং তারিখে পি. ডব্লিউ-৭ ও পি. ডব্লিউ- ৯ এর সম্মুখে উদ্ধার ও জব্দ তালিকামুলে (প্রদর্শনী-৫) জব্দ করেন যা পি. ডব্লিউ-৭ ও পি. ডব্লিউ- ৯ তাদের জবানবন্দিতে উল্লেখ করেছেন। ফলে ইহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয় যে, আসামী আজাহারুল কর্তৃক প্রদত্ত সমুদয় অপরাধমূলক স্বীকারোক্তিটি (প্রদর্শনী-৬) নিজেকে আলোচ্য হত্যাকান্ডটির সহিত সম্পৃক্ত করে (inculpatory) প্রদান করেছে এবং উক্ত অপরাধমূলক স্বীকারোক্তি (প্রদর্শনী-৬) সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত (true and voluntary)।

এক্ষনে আসামী শামীম কর্তৃক প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির বক্তব্য এবং পি. ডব্লিউ-২ এর জবানবন্দির বক্তব্য একত্রে এবং পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গত ১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ মাগরিব আযানের পরে ভিকটিম মারুফকে চোখ ও হাত বাধা অবস্থায় শরফরাজপুর বাজার থেকে আসামী সলেমান, বাশার , বাবু ও শামীম (স্বীকারোক্তি প্রদানকারী আসামী) কর্তৃক নিয়ে যাওয়ার সময় ঘটনা দেখে পি. ডব্লিউ-২ লিপু হোসেন এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে আসামী সলেমান তাকে ধমক দিয়ে বলে তুই চুপ থাক। এ বিষয়ে উক্ত স্বীকারোক্তি থেকেও হুবহু মিল পাওয়া যায়। অধিকন্ত, স্বীকারোক্তিতে আরো

উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত ঘটনার সাথে ঘটনাস্থলে আসামী হযরত আলীও ছিল। ফলে এই আসামীদের সাথে ভিকটিম মারুফকে গত ১০/০৮/২০১৬ তারিখ মাগরিব আযানের পরে আসামী সলেমান, বাশার, বাবু, শামীম ও হযরত আলীর সাথে যে সর্বশেষ (last seen) দেখা গেছে তদমর্মে পি. ডব্লিউ-২ এর উপরোক্ত বক্তব্যের হুবহু সমর্থন (coroboration) উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (প্রদর্শনী-৬) থেকে পাওয়া যায়।

উপরে বর্ণিত পি. ডব্লিউ- ২ লিপু হোসেনের বক্তব্য অনুযায়ী ঘটনার দিন অর্থ্যাৎ ১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ মাগরিব আযানের পর ভিকটিম মারুফকে আসামী সলেমান, বাশার, বাবু ও আজাহারুল ওরফে শামীম চোখ ও হাত বাধা অবস্থায় নিয়ে যেতে সর্বশেষ দেখা গেছে এবং ১৬/০৮/২০১৬ তারিখ অপরাহ্নে ঘটনাস্থল থেকে ভিকটিম মারুফের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে উক্ত আসামীদের হেফাজত থেকে ভিকটিম মারুফ যে নিরাপদে অন্যত্র যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল সে রকম কোন ব্যাখ্যা উক্ত আসামীদের নিকট থেকে পাওয়া যায়নি। ফলে এই আসামীদের পেনাল কোডের ৩০২/১০৯ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্থ করা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে ডি. এল. আর ৭৪ (এডি) পৃষ্ঠা-১৯১ এ প্রকাশিত শুকুর আলী বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটির প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো:-

> "PW 3 Kobad Ali stated on 14.06.1999 at about 2.00 pm, he was eating dates at Madarpur and at that point of time, both the condemned-appellant Sukur Ali and the victim Fancy came to him and at one stage, by leaving the victim in his custody, the condemned-appellant went to answer the call of nature and

on his return, the condemned-appellant took her away from his custody and thereafter her whereabouts were unknown, The essence of this part of the testimony of PW3 is that at the material time, the condemned-appellant and the victim were seen together. This part of the testimony of the PW3 appears to have been borne out by the evidence of the PW2 Refatunnessa and PW4 Rahima Khatun. In such state of affair, the theory of last seen has been proved by the PWs 2,3 and 4. Therefore, it can be concluded that both the condemned-appellant and victim Fancy were together before the occurrence took place."

"In this connection, reliance may be placed on the case of Anisur Rahman and others vs The state, 1986 BLD (AD) 79 wherein at para 14 it has been held that there is no reason to disbelieve the evidence of son and wife of the deceased who are undoubtedly the most natural and material witnesses as to the calling away of the deceased by the appellants from the

house of the deceased, after which the deceased was not found till his dead body was recovered from the sugarcane field on the next day. In the absence of any other reasonable explanation as to the safe departure of the deceased from the company of the appellants after they had called him away from his house at night no conclusion other than the guilt of the appellants can be drawn."

আলোচ্য হত্যাকান্ডটি সংঘঠনে প্রসিকিউশন পক্ষে কোন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী নেই। তবে উক্ত হত্যাকান্ড সম্পর্কে আসামী আজাহারুল ইসলাম ওরফে শামীম ওরফে বুড়ো ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধান অনুসারে অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করে (প্রদর্শনী-৬)।

উক্ত স্বীকারোক্তিতে ভিকটিম মারুফের হত্যাকান্ড সম্পর্কে উল্লিখিত বক্তব্য নিম্নরুপঃ- "মাগরিবের আযানের পর মারুফকে মুখ এবং চোখ বাধা অবস্থায় বাবু, বাশার এবং অজ্ঞাত দুইজন মাটিতে শোয়ায় সলেমান পাশে দাড়িয়ে ছিল। অজ্ঞাত একজন আমার হাতে একটি চাপড় দেয়। অজ্ঞাত একজন বলে চাপড় দিয়ে মারুফের হাতে কোপ মার আমাকে বলে কোপ না মারলে তোরে জানে মেরে ফেলবো। আমি মারুফের হাতে কোপ মারি। বাবু ঐ সময় মারুফের গলার ভিতর গামছা ঢুকিযে দেয়। বাবু মারুফের মাথা হাত দিয়ে চেপে ধরে এক পা দিয়ে বাবু মারুফের এক পা চেপে ধরে। বাশার মারুফের দু পা মাটিতে চেপে ধরে অজ্ঞাত দুইজন ছুড়ি দিয়ে মারুফ কে জবাই করে। মারুফ ঐ সময় ছটফট করলে অজ্ঞাত দুইজন মারুফের দাতে আঘাত করে ঐ ছুড়ি দিয়ে। বাশার চাপড় দিয়ে

মারুফের ডান পা কাটে। সলেমান ছুড়ি মারুফের পেটে ঢুকিয়ে দেয়। মারুফের গায়ের সাথে থাকা শার্ট এবং ম্যাক্সিমাস ফোন আমার কাছে রাখতে দেয়। অজ্ঞাত একজন ছুড়ি দিয়ে মারুফের চোয়ালের হাড় কেটে নেয়। এসময় হযরত ছাতা মাথায় পাশে দাড়িয়ে ছিল। ঘটনার সময় বৃষ্টি হচ্ছিল। অজ্ঞাত একজন মারুফের মাথা কেটে ফেলে।''

ভিকটিম মারুফের হাত পা কেটে এবং জবাই করে মাথা বিচ্ছিন্ন করার এবং চোয়ালের দাত কেটে ফেলাসহ হত্যাকান্ডটি সম্পন্ন করার পুনাঙ্গ বিবরন সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-২) ও ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-১৪) দৃষ্টে হুবহু মিল পাওয়া যায়।

ঘটনাস্থলে ১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ উদ্ধারকৃত লাশটি এর সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-২) নিম্নরুপ:- মৃত ব্যক্তির মাথা হইতে গলা পর্যন্ত মৃত দেহের সঙ্গে পাওয়া গেল না। বাম হাত কাধ বরাবর বাম দিকে সোজাসুজি বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল নাই। ডান হাত কাধ হইতে বিচ্ছিন্ন মৃতদেহ থেকে অনুমান ৫/৬ হাত দূরে পচিয়া হাড় বাহির হওয়া অবস্থায় পাওয়া গেল। বাম বুকের পাজড়ে পোকা ধরেছে বুকের হাড়সহ ভিতরের অংশ দেখা যায়তেছে। কোমরের বাম পার্শ্বে বড় একটি ক্ষত যাহা পচিয়া পোকা ধরেছে। বুকের উপরের অংশ পচিয়া পোকা ধরেছে। বাম পায়ের হাটুর নিচে ক্ষতচিহ্ন যাহাতে পচিয়া পোকা ধরেছে ডান পায়ের হাটুর নিচের অংশ শরীরের সাথে পাওয়া গেল না। পা সোজাসুজি। পুরুষঅংঙ্গে পচন ধরেছে। মৃত দেহের স্থান হইতে ৭/৮ হাত দূরে মাথার খুলি চুল ও ডান পায়ের হাড় পাওয়া যায়।

উক্ত লাশের ময়না তদন্তের প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-১৪) নিম্নরুপঃ-

''Portion of neck and head separated from the body, Right lower leg from the knee was absent. Sculp was totally decomposed and the sculp was exposed separated from the neck right and left lung was decomposed rips are exposed no skin in

face, stomack was decomposed and filled with liquid, lever spen and kidney decomposed genital organ was decomposed, right hand separated from shoulder, left lower leg lacerated wound with decomposed.

Openion:- due to highly decomposed body cause and nature of death could not given."

উদ্ধারকৃত লাশটি উদ্ধারের সময় অত্যন্ত পচনশীল (highly decomposed) অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছিল মর্মে সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-৬) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। ফলে ময়না তদন্তকারী ডাক্তার (পি. ডব্লিউ-১৩) মৃত্যুর কারন সম্পর্কে কোন মতামত প্রদান করেননি। কিন্তু সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-২) ও ময়না তদন্ত প্রতিবেদনে (প্রদর্শনী-১৪) লাশের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কর্তন সম্পর্কিত যে বর্ননা দেয়া হয়েছে তা একই ভাবে আসামী আজাহারুল কর্তৃক প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে ভিকটিম মারুফের শরীরের সেই সকল অঙ্গ প্রতঙ্গ যেমন- ডান হাত ও ডান পা কর্তন এবং শরীর থেকে গলাকে বিচ্ছিন্ন করার বর্ণনা হুবহু মিলে যায়। এমতাবস্থায়, পি. ডব্লিউ-২ লিপু হোসেনের সাক্ষ্য, আসামী আজাহারুল ওরফে শামীম ওরফে বুড়ো এর অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি, সুরতহাল প্রতিবেদন ও ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন একত্রে পর্যালোচনান্তে ইহা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হয় যে, গত ১৬/০৮/২০১৬ ইং তারিখ ঘটনাস্থল খেজুর বাগানে প্রাপ্ত লাশটি গত ১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ নিখোঁজ হওয়া ভিকটিম মারুফের লাশ। ফলে উক্ত লাশটি যে, ভিকটিম মারুফের নয় মর্মে বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন ইহা আদৌ সঠিক নহে।

উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ময়না তদন্ত প্রতিবেদনে মৃত্যুর কারন সম্পর্কিত সাক্ষ্য কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট ভিকটিমের মৃত্যুর কারন সম্পর্কিত সমর্থনীয় সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত হয়,

কিন্তু চুড়ান্ত প্রমান হিসাবে বিবেচিত হয় না। এ প্রসঙ্গে Rakhal Chandra Nuha Vs State, 1 BLC (AD) 89 পৃষ্ঠায় উল্লেখিত নজিরটির প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেলঃ-

> In the absence of post mortem examination report, on the basis of ocular evidence conviction can be sustained. From the confessional statements (exhibit-6, 7, 8) of the respective accused it reveals that all the accused in a similar manner stated that they fastened up the mouth of victim Amzad with scotch tape and thereafter injected poison in his body. The said incriminating part of the confessional statement of the accused in particular the fact of fastening the mouth of victim by scotch tape got ample corroboration from the evidence of PW-5, a witness of the inquest report as well as from the testimony of PW-6, the doctor who held the autopsy. It has also been mentioned in the inquest report (exhibit-2) that scotch tape was affixed on the mouth of the victim. The aforesaid corroborative evidence does certainly lend

support to the factum of involvement of the accused in the commission of the murder of the victim.

এ প্রসঙ্গে Veitnu Alias Undra Vs State of Maharasto, (2006) 1 SCC, 283 পৃষ্ঠায় প্রকাশিত নজিরটির প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেলঃ-

"…. the expert medical evidence is not binding on the ocular evidence. The opinion of the Medical Officer to assist the court as he is not a witness of fact and the evidence given by the Medical Officer is really of an advisory character and not binding on the witness of the fact."

এ প্রসঙ্গে ৪৩ ডি এল আর (এডি) পৃষ্ঠা-২৩৪ এ প্রকাশিত আব্দুল কুদ্দুস বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটি প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। "Medical evidence is only coroborative in nature. In that view, the occular evidence of the eye witness which substantially corroborats the major injuries on the person of the decessed must be accepted."

এক্ষনে দেখা যাক, ভিকটিম মারুফ এর হত্যাকারী কে বা কারা?

ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলোচ্য হত্যাকান্ডের কোন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী নাই। তবে ঘটনার দিন অর্থ্যাৎ ১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ মোঃ লিপু হোসেন (পি. ডব্লিউ-২) মাগরিবের আযানের পরে চৌগাছা থানাধীন সরফরাজপুর বাজার থেকে ভিকটিম মারুফকে চোখ

ও হাত বাধা অবস্থায় আসামী সলেমান, বাশার, বাবু ও আজাহারুল ওরফে শামিম কর্তৃক নিয়ে যেতে দেখেন মর্মে তার জবানবন্দিতে উল্লেখ করেছেন। এই সাক্ষীর সাক্ষ্য পুর্নাঙ্গ, নিষকলুশ, অকাট্য, ও তর্কাতিত হওয়ায় এবং অন্যান্য সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত ও রাষ্ট্রপক্ষের মুল বক্তব্যের সাথে সংগতিপূর্ন হওয়ায় একমাত্র উক্ত সাক্ষীর প্রদত্ত সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে উল্লেখিত গত ১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ মাগরিবের আযানের পরে শরফরাজপুর বাজারে ভিকটিম মারুফকে চোখ ও হাত বাঁধা অবস্থায় সর্বশেষ আসামী ছলেমান, বাশার, বাবু ও আজাহারুল এর সাথে দেখা গেছে, ইহা প্রমানিত হিসাবে গন্য করা যায়।

প্রাসঙ্গিক ভাবে আইনের একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হলো সাক্ষ্যের পরিমান নয় বরং গুনগত বিষয়টি মূখ্য। এ প্রসঙ্গে ৭৩ ডি. এল. আর (এডি) পৃষ্ঠা-২৮৮ এ বর্ণিত লিটন বনাম রাষ্ট্র মামলায় প্রদত্ত সিদ্ধান্তটিও প্রনিধানযোগ্য, যা নিম্নরুপঃ-

> "Conviction of an accused can be safely be based on solitary evidence of the eye-witness when his evidence is full, complete and self-contained even it may not have received coroboration from other witness but it stands fully coroborated by the circumstances of the case and medical evidence on record. Its fullness and completeness are enough to justify the conviction".

একই বিষয়ে ৭৫ ডি এল আর (এডি) পৃষ্ঠা-৪০ এ প্রকাশিত হযরত আলী বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটির প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেলো:-

> "Conviction of an accused can safely be based on the solitary evidence of an eye-witness, if evidence is found full, complete and self-contained and further, the testimony of the solotary eye-witness could not be shaken in any manner by the defence in cross examination".

অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির (প্রদর্শনী-৬) বক্তব্য দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ১০/০৮/২০১৬ তারিখ মাগরিবের আযানের পর ভিকটিম মারুফকে মুখ ও চোখ বাধা অবস্থায় আসামী বাবু ও বাশার এবং অজ্ঞাত দুইজন মাটিতে শোয়ায় এবং অজ্ঞাত একজন শামিমের হাতে চাপড় দিয়ে মারুফের হাত কেটে ফেলতে বলে না হলে তাকে জানে মেরে ফেলবে বলে হুমকি দিলে আসামী শামিম, মারুফের হাতে কোপ মারে। ঐ সময় আসামী বাবু ভিকটিম মারুফের গলার ভিতর গামছা ঢুকিয়ে দেয় এবং মারুফের মাথা হাত দিয়ে মাটিতে চেপে ধরে ও এক পা দিয়ে এক হাত মাটিতে চেপে ধরে। আসামী বাশার মারুফের দুই পা মাটিতে চেপে ধরে। অজ্ঞাত দুইজন ছুড়ি দিয়ে মারুফকে জবাই করে এবং মারুফ ছটফট করলে তারা ছুড়ি দিয়ে মারুফের দাতে আঘাত করে। আসামী বাশার চাপড় দিয়ে মারুফের ডান পা কাটে। আসামী সলেমান মারুফের পেটে ছুড়ি ঢুকিয়ে দেয়। মারুফের গায়ের শার্ট এবং সাথে থাকা ম্যাক্সিমাস ফোন আসামী শামীমের কাছে রাখতে দেয়। অজ্ঞাত একজন ছুড়ি দিয়ে মারুফের চোয়ালের হাড় কেটে নেয়। ঘটনার সময় বৃষ্টি হচ্ছিল ঐসময় আসামী হযরত ছাতা মাথায় পাশে দাড়িয়ে ছিল। মোবাইলটি আসামী শামিমকে ব্যবহারের জন্য দেয় এবং সবাই মিলে তাকে বাসায় ফিরে যেতে বলে। উপরোক্ত স্বীকারোক্তির বক্তব্য, সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-২), ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-১৪) ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা

পর্যালোচনান্তে ১৬/০৮/২০১৬ ইং তারিখ ঘটনাস্থলে উদ্ধারকৃত লাশের শরীরের আঘাতের বনর্নার সাথে উক্ত স্বীকারোক্তির (পি. ডব্লিউ-৬) হত্যাকান্ডের বর্ণনার হুবহু মিল পাওয়া যায়। ফলে গত ১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ নিখোঁজ ভিকটিম মারুফকে আসামী সলেমান, বাশার , বাবু, হযরত এবং শামিম অপহরন করে ঘটনাস্থলে নিয়ে মাগরিব নামাযের পরে নৃশংস ভাবে হাত, পা ও গলা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে হত্যা করেছে, তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে।

আসামী আজাহারুল ওরফে শামীম ওরফে বুড়ো ঘটনার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত (inculpatory) করে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছেন এবং উহা যে সঠিক ও সেচ্ছাপ্রনোদিত (true and voluntary) এ বিষয়ে অত্র আদালত কর্তৃক পূর্বেই অভিমত প্রদান করা হয়েছে। ফলে আসামী আজাহারুল ওরফে শামীম ওরফে বুড়ো সহ আসামী বাশার, বাবু, সলেমান ও অজ্ঞাতনাম দুজন ভিকটিম মারুফের হত্যাকান্ডে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিল এবং ভিকটিমের শরীরের বিভিন্ন অংগ প্রতঙ্গ সহ মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল ইহা সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-২) ও ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-১৪) থেকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হয়েছে।

এই মামলার ভিকটিমকে হত্যাকান্ডের পূর্বে তাকে (ভিকটিম) সর্বশেষ দেখার নীতি (last seen theory) অনুযায়ী পি. ডব্লিউ-২ লিপু হোসেনের সাক্ষ্যকে সম্পুর্ন, অকাট্য, গ্রহনযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য হিসাবে অত্র আদালত কর্তৃক অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে আসামী আজাহারুলের আলোচ্য ঘটনার সহিত নিজেকে এবং অপর আসামী বাশার, বাবু, সলেমান ও হযরত কে সম্পৃক্ত করে অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে।

এক্ষনে প্রশ্ন হলো, আসামী আজাহারুল কর্তৃক আলোচ্য হত্যাকান্ডের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করা সহ অপর আসামী সলেমান, বাশার, বাবু ও হযরতকে সম্পৃক্ত করে যে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে তাতে আসামী আজাহারুলকে পেনাল কোডের ৩০২ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্থ করা গেলেও অপর আসামী সলেমান, বাশার, বাবু ও হযরত এর বিরুদ্ধে উক্ত স্বীকারোক্তির বক্তব্য গৃহীত হবে কিনা?

আসামী আজহারুলের একক স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করে যে এই মামলার অপর আসামী বাশার, বাবু, সলেমান ও হযরত কে দোষী সাব্যস্থ করে দন্ড প্রদান করা যাবে তদ্‌মর্মে ৭৪ ডি. এল. আর (এডি) পৃষ্টা- ১১ বর্ণিত শুকুর আলী এবং অন্যান্য বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটির প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলোঃ-

> "We hold that confessional statement of a co-accused can be used agaisnt others non-confessing accused if there is corroboration of that statement by other direct or circumstantial evidence. In the instant case, the makers of the confessional statements vividly have stated the role played by other co-accused in the rape incident and murder of the deceased which is also supported/ corroborated by the inquest report, post-mortem report and by the depositions of the witnesses particulary the deposition of PWs 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14 and 18 regardign the marks of injury on the body of

the deceased. Every case should be considered in the facts and circumstances of that particular case. In light of the facts and circumstances of the present case, we are of the view that the confessional statement of a co-accused can be used for the purpose of crime control agaisnt other accused persons even if there is a little bit of corroboration of that confessional statement by Sany sort of evidence either direct of circumstantial. (emphasis added). Thus, the accused namely Shukur and Sentu areequally liable like Azanur and Mamun for murdering the deceased after committing rape."

অত্র মামলাটি নিষ্পত্তিতে বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষ্য, আসামী আজাহারুল কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং প্রসিকিউশন পক্ষে উপস্থাপিত মামলার উপাদানসমূহ (prosecution materials) অবিশ্বাস করতে গিয়ে যে সমস্ত বিষয়ের অবতারনা করেছেন উহা অগ্রহনযোগ্য। কারন, বিচারকের পবিত্র দায়িত্ব হলো বিচার প্রার্থী উভয়পক্ষের প্রতি সমান দৃষ্টি রেখে উপস্থাপিত মামলার প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য সমূহ সঠিকভাবে পরীক্ষা ও বিশ্লেষন করে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করা। কিন্তু আলোচ্য মামলাটির ক্ষেত্রে অযোক্তিকভাবে অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং পি. ডব্লিউ-২ এর সাক্ষ্য অবিশ্বাস করা এবং সুরতহাল প্রতিবেদন ও ময়না তদন্ত প্রতিবেদন, ভিকটিমের নিখোঁজ হওয়ার পরে চৌগাছা থানায় বিষয়টি সাধারন ডাইরীভুক্ত করার বক্তব্য সহ

ভিকটিমের পরিহিত প্যান্ট ও শার্ট যা জব্দ করার বিষয়সমূহ সঠিক ও আইনানুগভাবে মূল্যায়ন না করে আসামীদেরকে বেকসুর খালাস প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে এ আই আর (২০০১) (এস সি সি) পৃষ্ঠা-৩১১ এ প্রকাশিত রামগোলাম চৌধুরী এবং অন্যান্য বনাম স্টেট অব বিহার মামলার নজিরটির প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেলঃ-

> "In the case of Ambika Prasad Vs State (delhi Admn.) Reported in MANU/ SC/ 0036/2000. 2000CirLJ 810, it was held that the criminal trial is meant for doing justice not just to the accused but also to the victim and the society so that law and order is maintained. It was held that a judge does not preside over criminal trial merely to see that no innocent man is punished. It was held that a judge presides over Criminal trial also to see that guilty man does not escape. It was held that both are public duties which the judges has to perform."

সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (পি. ডব্লিউ-১০) কর্তৃক আসামী শামীমের প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (প্রদর্শনী-৬) লিপিবদ্ধ করনে তিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত (empowered) ছিলেন কিনা, এ বিষয়ে বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। যদিও মামলার বিচারকালে এমনকি অত্র আপীলটি শুনানীকালে রেসপন্ডেট পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবিগন এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। এ প্রসঙ্গে নিম্ন আদালতের (Judicial Magistrate Adalat) সংশ্লিষ্ট নথি পরীক্ষায় দেখা যায় যে, আসামী

শামীমের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ও পি. ডব্লিউ-২ মোঃ লিপু হোসেনের জবানবন্দি লিপিবদ্ধকারী বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির (পি. ডব্লিউ-১০) এই মামলার ঘটনাস্থলের থানা চৌগাছার আঞ্চলিক এখতিয়ারের (teritorial jurisdiction) আমলী আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট (cognizance taking Magistrate) হিসাবে দায়িত্বপালনকালে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আসামী শামীম কর্তৃক প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (প্রদর্শনী-৬) ও পি. ডব্লিউ-২ মোঃ লিপু হোসেন কর্তৃক প্রদত্ত জবানবন্দি (প্রদর্শনী-৩) লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ফলে বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত একজন সিনিয়র দায়রা জজ হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে উক্ত জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (পি. ডব্লিউ-১০) এর আসামী শামীমের প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করনের যোগ্যতা ও ক্ষমতার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে বরং নিজের যোগ্যতাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন, যা অত্র আদালতের নিকট অত্যন্ত বিব্রতকর।

অত্র মোকদ্দমার যুক্তিতর্ক শুনানীকালে রেসপন্ডেট পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবি দাবী করেন যে, আলোচ্য হত্যাকান্ডে মোটিভ প্রমানিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, অত্র মোকদ্দমার এজাহারে (প্রদর্শনী-১) আসামীদের সাথে জমিজমা সংক্রান্তে পূর্ব বিরোধ উল্লেখ করা হয়েছে এবং উক্ত বক্তব্য সমর্থন করে এজাহারকারিনী পি. ডব্লিউ-১ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। এই প্রসঙ্গে পি. ডব্লিউ-৫ আবু বকর সিদ্দিক তার জবানবন্দিতে সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করেন যে, বাদীনির (পি. ডব্লিউ-১) সাথে হযরত আলীর রেসপনডেন্ট নং-৬) দীর্ঘদিন যাবত শত্রুতা চলে আসছে। হযরত আলী ০৫ বিঘা জমি নিজের বউকে আবিরুন নেসা (পি. ডব্লিউ-১) সাজিয়ে জাল করে। কেস হইলে জমি ফেরত দেয়। অপরাধ মূলক স্বীকারোক্তি (প্রদর্শনী-৬) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ঘটনার সময়ে আসামী হযরত আলী ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে আসামী বাশার, বাবু, সলেমান ও শামীমকে হত্যাকান্ডটি সংঘঠনে সহায়তা করেন এবং পূর্ব শত্রুতার বশে আসামী হযরত আলী ঘটনাটির মাষ্টার মাইন্ড হিসাবে

আগাগোড়া উপস্থিত থেকে তার পূর্বশত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহন করে। ফলে আলোচ্য হত্যাকান্ডটি যে মোটিভ বিহীন তদ্‌মর্মে রেসপন্ডেট পক্ষের দাবী অগ্রহনযোগ্য।

রেসপনডেন্ট পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবি আরো দাবী করেন যে, আলোচ্য মামলাটির তদন্ত অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ন ছিল। আলোচ্য মামলার লাশটির সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুতকালে লাশটি প্রকৃতপক্ষে কার তদ্‌মর্মে ডি. এন. এ টেস্টের বিষয়ে উল্লেখ করা ছিল, কিন্তু ডি. এন.এ টেষ্ট করা হয়নি। ফলে তদন্ত প্রতিবেদনটি সম্পূর্ন ত্রুটিযুক্ত এবং প্রসিকিউশন পক্ষ আদৌ মামলাটি প্রমান করাতে সক্ষম হয়নি।

রেসপনডেন্ট পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবির উপরোক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনান্তে প্রতীয়মান হয় যে, অত্র মোকদ্দমার সুরতহাল প্রতিবেদনে উল্লেখিত লাশটির ডি. এন. এ টেষ্ট হয়নি এটা সঠিক এবং ইহা তদন্তকারী কর্মকর্তার ব্যর্থতা। কিন্তু তদন্তকারী কর্মকর্তার উক্তরুপ ব্যর্থতার কারনে আসামী খালাস পেতে হকদার নহে।

এ প্রসঙ্গে (2017) (11 SCC পৃষ্ঠা নং ১৯৫ এ প্রকাশিত Yogesh Singh Vs Mahabeer Singh and others মামলার নজিরটির প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলোঃ-

> “Lapses in investigation, 30. In C. Muniappan V. State of T.N. this Court explained the law on this point in the following manner: (SCC, 589, para 55:-
>
> “There may be highly defective investigation in a case. However, it is to be examined as to whether there is any lapse by the IO and whether due to such lapse any benefit should

be given to the accused. The law on this issue is well settled that the defect in the investigation by itself cannot be a ground for acquittal. If primacy is given to such designed or negligent investigations or to the ommissions or lapses by perfunctory investigation, the faith and confidence of the people in the criminal justice administration would be eroded. Where there has been negligence on the part of the investigating agency or omissions, etc. which resulted in defective investigation, there is a legal obligation on the part of the court to examine the prosecution evidence dehors such lapses, carefully, to find out whether the said evidence is reliable or not and to what extent it is reliable and as to whether such lapses affected the object of finding out the truth. Therefore, the investigation is not the solitary area for judicial scrutiny in a criminal trial. The conclusion of the trial in the case cannot be

allowed to depend solely on the probity of investigation."

উপরোক্ত আলোচনা থেকে ইহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে যে, গত ১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ পূর্বাহ্নে ভিকটিম মারুফকে যশোর জেলার চৌগাছা থানাধীন শরফরাজপুর বাজার থেকে আসামী বাশার, বাবু, সলেমান, আজহারুল ও হযরত অপহরন করে সারাদিন উক্ত বাজারে আসামী হযরতের একটি ঘরে চোখ, মুখ ও হাত বেধে অবৈধ ভাবে আটকিয়ে রেখে ঐ দিন মাগরিবের আযানের পরে তাকে (ভিকটিম মারুফ) ঘটনাস্থল কান্দি মৌজাস্থ হাসেম আলী ও কাশেম আলী এদের খেজুর ও মেহগিনি বাগানে নিয়ে চোখ ও হাত বাধা অবস্থায় মাটিতে শুইয়ে প্রথমে আসামী আজহারুল ভিকটিম মারুফের ডান হাত ধারালো চাপড় দিয়ে আঘাত করে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে, আসামী বাশার চাপড় দিয়ে মারুফের ডান পা কেটে ফেলে, আসামী সলেমান ধারালো ছুড়ি মারুফের পেটে ঢুকিয়ে দেয়, আসামী বাবু মারুফের গলার ভেতর গামছা ডুকিয়ে এবং মারুফের মাথা হাত দিয়ে মাটিতে চেপে ধরে রেখে উক্ত নৃশংশ হত্যাকান্ডটি সম্পন্ন করা সংশ্লিষ্ট আসামী বাশার, বাবু, সলেমান ও আজহারুলের বিরুদ্ধে আনীত উক্ত হত্যাকান্ডের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হওয়ায় তাদেরকে দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় অপরাধে দোষী সাব্যস্থ করা হলো।

এছাড়া ঘটনার দিন পূর্বাহ্নে শরফরাজপুর বাজার থেকে ভিকটিম মারুফকে অপহরনের সময় এবং ঘটনাস্থলে মারুফকে হত্যা করার সময় আসামী হযরত আলী ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে উক্ত হত্যাকান্ডে সহায়তা করার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হওয়ায় তাকে দন্ডবিধির ৩০২/ ১০৯ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্থ করা হলো।

অত্র মামলায় দন্ডবিধির ৩০২/ ৩৪/ ১০৯ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্থ আসামীদের দন্ড প্রদানের ক্ষেত্রে আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য হত্যাকান্ডের ডিসিস্ট-১৩ (তের) বছর বয়সের একটি নিষ্পাপ শিশু, যার সাথে এই জগত

সংসারের কারো কোন বিরোধ ছিল না। সেই শিশুটি ঘটনার দিন অর্থ্যাৎ ১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখে তার মেক্সিমাস মোবাইল ফোনে গান লোড করার জন্য বাড়ি থেকে বের হলে আসামীদের সাথে উক্ত শিশু সন্তানের মায়ের সাথে পূর্ব শত্রুতার জের হিসাবে স্থানীয় শরফরাজপুর বাজার থেকে তাকে অপহরন করার পরে আসামী বাশার, বাবু, সলেমান ও আজহারুল নির্মম ও নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছে এবং আসামী হযরত ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে উক্ত হত্যাকান্ডে সহায়তা করেছে। ফলে উক্ত আসামীদের সবোর্চ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হলে ন্যায় বিচার নিশ্চিত হবে।

এ প্রসঙ্গে ২৯ বি এল টি (এডি) পৃষ্ঠা-৩০৩ এ প্রকাশিত মোঃ জাহাঙ্গীর বনাম রাষ্ট্র মামলার প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলোঃ-

> “Children are vulnerable and defenseless class of victim deserving of special protection. The children are the future of every nation. The children not only need to be protection of their parents, but also need to be protected by the society at large. Killing of a child need to be condemned and deprecated in the harshest terms legally, morally and socially. The Criminal law is general to be principle of proportionality in prescribing liability according to the culpability of each kind of criminal conduct. In recent years, the rising crime rate particularly violent crime against

children has made the criminal sentencing by the courts a subject of concern. The measure of punishment in a given case must depend upon the atrocity of the crime; conduct of the criminal and the defenceless and unprotected state of the victim. Having played with life of a child the appellant does not deserve any leniency and for him sympathizing on the ground sought for will be wholly uncalled for. In this case the appellant has betrayed the trust of the society and of the child. In the case at hand, the appellant killed the victim in a brutal and barbaric manner. The nature of the crime and the manner the same was committed inhumanly. It is not only betrayal of an individual trust but destruction and devastation of social trust. We, therefore, affirm the view taken by the High Court Division"

আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবির উপরোক্ত বক্তব্য সহ উদ্ধৃত নজিরের মর্মার্থ অনুধাবন করে আলোচ্য হত্যাকান্ডের নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা বিবেচনায় নিয়ে আসামী বাশার, বাবু, সলেমান ও আজহারুল কে উক্ত হত্যাকান্ডে সরাসরি অংশগ্রহন করে হত্যাকান্ডটি সম্পন্ন করার জন্য দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারার অপরাধে সবোর্চ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড ও প্রত্যেককে

১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা জরিমানা এবং আসামী হযরত আলীকে উক্ত হত্যাকান্ডে সহায়তা করার জন্য দন্ডবিধির ৩০২/১০৯ ধারায় দোষী সাব্যস্থ করে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৬ (ছয়) মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হলে ন্যায় বিচার নিশ্চিত হবে বলে আমরা মনে করি।

সুতরাং আদেশ হয় যে,

অত্র ফৌজদারী আপীলটি আংশিক মঞ্জুরক্রমে রেসপনডেন্ট নং-২ সোলাইমান মন্ডল ওরফে সলেমান ওরফে ফসিয়ার রহমান, রেসপনডেন্ট নং-৩ আবুল বাশার ওরফে বাশারাত মন্ডল, রেসপনডেন্ট নং-৪ মোঃ বাবু, রেসপনডেন্ট নং-৫ আজহারুল ইসলাম ওরফে শামীম ওরফে ইউসুফ ওরফে বুড়ো কে দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্থ করে প্রত্যেককে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হলো এবং তদ্সঙ্গে প্রত্যেককে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা করে অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হলো।

রেসপনডেন্ট নং-৬ মোঃ হযরত আলীকে দন্ডবিধির ৩০২/১০৯ ধারায় দোষী সাব্যস্থ করে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরো ০৬ (ছয়) মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হলো।

এছাড়া রেসপনডেন্ট নং-৭ শফিকুল ইসলাম, রেসপনডেন্ট নং-৮ মোঃ টুটুল মন্ডল, রেসপনডেন্ট নং-৯ বিল্লাল হোসেন, রেসপনডেন্ট নং-১০ মোঃ ইকরামুল হোসেন ও রেসপনডেন্ট নং-১১ খলিল মন্ডল এদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩০২/১০৯ ধারার অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ায় বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত কর্তৃক এই রেসপন্ডেটগনকে (রেসপনডেন্ট নং-৭ থেকে রেসপনডেন্ট নং-১১) প্রদত্ত খালাসের আদেশ বহাল রাখা হলো।

অত্র রায়ের কপি বিজ্ঞ দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনা কর্তৃক প্রাপ্তি অন্তে উপরোক্ত দন্ডপ্রাপ্ত আসামীদের দ্রুত গ্রেফতারের কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেয়া গেল।

দন্ডপ্রাপ্ত রেসপনডেন্টগন স্বেচ্ছায় বৈচারিক আদালতে হাজির হলে কিংবা পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয়ে জেলে প্রেরনের পরে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত রেসপন্ডেটদেরকে অত্র রায়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে আপীল দায়েরের পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান করতঃ জেল কোডের বিধান অনুযায়ী মৃত্যুদন্ড কার্যকরের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহন করতে বিজ্ঞ বিভাগীয় দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনা-কে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রায়ের অনুলিপিসহ নিম্ন আদালতের নথিসমূহ এক্ষুনি বিভাগীয় দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, খুলনা বরাবর প্রেরন করা হোক।

বিচারপতি সহিদুল করিম,

আমি একমত।

A.Razzaque/ B.O